Contents

জাতীয় সম্মেলন '৯৫

স্মরণিকা

সম্পাদনা ঃ
মুহাম্মাদ হারুন

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

Contents

প্রকাশনায়ঃ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش

Bangladesh Ahlehadess Youth Association

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ মাদ্রাসা মার্কেট (৩য় তলা), রাণীবাজার
ডাকঘরঃ ঘোড়ামারা, রাজশাহী-৬১০০

প্রকাশকালঃ মার্চ ১৯৯৫ ইং

কম্পিউটার মুদ্রণঃ ইয়াসির কম্পিউটার্স

অফসেট মুদ্রণঃ দি বেঙ্গল প্রেস
অফসেট এন্ড লেটার প্রিন্টার্স
রাণীবাজার, রাজশাহী। ফোন ঃ ৪৬১২

হাদিয়াঃ ১৬'০০ টাকা মাত্র।

JATTIO SHAMMELON '95

SHARANIKA

Edited By: Muhammad Harun

Published by: Bangladesh Ahlehadess Juboshangho

Head Office: Madrasah Market (2nd floor)
Ranibazar, P.O. Ghoramara.
Rajshahi-6100

Contents

সম্পাদনাঃ মুহাম্মাদ হারুন

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

www.ahlehadeethbd.org

বাণী

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুছাল্লী ‘আলা রাসূলিহিল কারীম। প্রতিবারের ন্যায় এবারও আহলেহাদীছ যুবসংঘ তাদের ‘স্মরণিকা’ প্রকাশ করছে জেনে আনন্দিত হ’লাম। একটি সংগঠনের স্মরণিকা তার বিগত বৎসরের উল্লেখযোগ্য তৎপরতা সমূহ তার পাঠকদেরকে সংক্ষেপে স্মরণ করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। সাথে সাথে সংগঠনের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির মূল্যায়ণ করা ও সম্ভব হয়। এবারের স্মরণিকা আরও সুন্দর হবে এই আশা নিয়ে এবং উদ্যোক্তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে অধিক তাওফীক কামনা করে শেষ করছি।

মু আসাদুল্লাহ আল-গালিব
১৯।৩।৯৫

(মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব)
আমীর,
কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সূধী পরিষদ
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।

www.ahlehadeethbd.org

বাণী

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের ৬ষ্ঠ জাতীয় সম্মেলন'৯৫ ও তাবলীগী ইজতেমা উপলক্ষ্যে জাতীয় সম্মেলন স্মরণিকা '৯৫ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত হলাম। অহি ভিত্তিক নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এ স্মরণিকা একটি মাইল ফলক। কলমী জিহাদের বাস্তব চিত্রাংকনে যুব-তরুণদের এ সৎ উদ্যোগ সত্যিই প্রসংশার দাবী রাখে। নবীন লেখকদের প্রতিভা বিকাশে ইহা সহায় হউক- এ প্রত্যাশা রইল।-ওয়াস্‌সালাম।

১১/৩/৯৫

(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
সভাপতি
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

www.ahlehadeethbd.org

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
❐ বাণী	
❐ বাণী	
❐ সম্পাদকীয়	
❐ আল-কুরআন	
❐ আল-হাদীছ	
❐ প্রতিবেদন ৫ম জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা'৯৪	১০
❐ বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ (এপ্রিল'৯৩ - মার্চ'৯৫)	১৩
❐ সাংবাদিক সম্মেলন (১,২)	১৭-২২
❐ লংমার্চ ও মহাসমাবেশ	২৩
❐ প্রবন্ধঃ	
(ক) নফল রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত	২৪
(খ) ইসলামের দৃষ্টিতে কাদিয়ানী মতবাদ	২৬
(গ) গণতন্ত্র ও ইসলাম	৩৪
(ঘ) ইসলামে জিহাদ ও উহার প্রকৃতি	৪১
(ঙ) ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা	৪৬
(চ) নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)	৪৯
(ছ) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)	৫২
❐ কবিতাঃ	
(ক) সর্বনাশা	৫৫
(খ) কে করে যুব সংঘ	৫৫
(গ) আর কত কাল রইবি ঘুমে	৫৬
(ঘ) সমাজ সংস্কার	৫৬
(ঙ) এই সমাজ	৫৭
(চ) মশক বাহিনী	৫৭
(ছ) আহলেহাদীছ আন্দোলন-চির অম্লান	৫৮
(জ) আহলেহাদীছ	৫৯
(ঝ) অভিযান	৫৯
(ঞ) ইসলামী আন্দোলন?	৬০
(ট) জেগে উঠ	৬০
(ঠ) জিহাদী ডাক	৬০
(ড) আদর্শ কর্মী গঠনে 'যুবসংঘ'	৬১
(ঢ) ছহীহ্ নামাজের বর্ণনা	৬১
(ণ) হারানো শশী	৬২

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

সম্পাদকীয়

বিশ্ব মানবতার প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণের পয়গাম নিয়ে পৃথিবীতে আর্বিভূত হলো আল-ইসলাম। নিত্য কলহ প্রিয় মনুষ্য সম্প্রদায়কে সর্বপ্রকার বিবাদ-বিষম্বাদ মুক্ত শান্ত ও সুশৃংখল সমাজ কাঠামো উপহার দেওয়াই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। ইসলাম তার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে সফলকাম হয়েছে- এ সত্য আমরা আবহমান কাল থেকে প্রত্যক্ষ করে আসছি।

কিন্তু এ শ্রেষ্ট দ্বীন আল-ইসলামের অনুসারীরা আজ সর্বত্র নির্যাতনের দহন ছোবলে ছন্নছাড়া। শান্তির পায়রা আজ মুসলিম সমাজের নীলাকাশে উড়তে দেখা যায় না। যেন উহা আকাশ ভেদ করে অনন্তের সন্ধানে ছুটে বেড়াচ্ছে। এমত পরিস্থিতিতে এ অশান্ত মুসলিম উম্মাহ্র জন্য শান্তি ও অগ্রগতি লাভের সঠিক উপায় অবলম্বন একান্ত প্রয়োজন। নচেৎ কালক্রমে মুসলিম ঐতিহ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর ইহা ধ্রুব সত্য যে, নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত কোনরূপ শান্তির আশা করা যায়না। এজন্য মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য ও সংহতি আবশ্যিক শর্ত।

এখানে ঐক্য বলতে স্থায়ী ঐক্যই উদ্দেশ্য; অস্থায়ী ঐক্য নয়। কেননা, সাময়িক ইস্যু ভিত্তিক ঐক্যের কোন রূপ স্থায়িত্ব নেই। কিন্তু দুঃখ জনক হলেও সত্য যে, বর্তমান মুসলিম সমাজ স্বার্থ দ্বন্দের নিষ্ঠুর ফাঁদে পড়ে এ অস্থায়ী ইস্যু ভিত্তিক ঐক্যে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছে। কিন্তু আহলেহাদীছ আন্দোলন এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এঁরা মুসলিম সংহতি দৃঢ় করাকে তাঁদের আন্দোলনের অন্যতম মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে। তবে এ সংহতি ইস্যু ভিত্তিক নয় বরং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসরণের ভিত্তিতে স্থায়ী ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠাই এঁদের উদ্দেশ্য।

তাই কালিমার মহামন্ত্রে ঐক্যের সম্মিলন ঘটাবার উদাত্ত আহ্বান নিয়ে প্রকাশিত হলো জাতীয় সম্মেলন স্মরণিকা'৯৫ ফালিল্লাহিল হাম্দ। প্রতিবারের ন্যায় এবারের জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা মুসলিম সংহতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ও আন্দোলনের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ইন্শাআল্লাহ।

যে সকল ভাই ও বোনেরা নির্দিষ্ট সময়ে লেখা পাঠিয়ে স্মরনিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ। আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!!

www.ahlehadeethbd.org

আল-কুরআন

মহান আল্লাহ বলেন-

❒ আর মুশরিকদের সাথে তোমরা সমবেত ভাবে যুদ্ধ কর, যেমন তারাও তোমাদের সাথে সমবেতভাবে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন। (৯ঃ ৩৬)

❒ তোমরা বেরিয়ে পড় স্বল্প ও প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ কর। এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার। (৯ঃ ৪১)

❒ যদি আশু লাভের সম্ভাবনা থাকতো এবং যাত্রাপথও সংক্ষিপ্ত হতো, তবে তারা অবশ্যই আপনার সহযাত্রী হতো, কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল। আর তারা এমনই শপথ করে বলবে; আমাদের সাধ্য থাকলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম, এরা নিজেরাই নিজেদের বিনষ্ট করেছে। আর আল্লাহ জানেন যে, এরা মিথ্যাবাদী। (৯ঃ ৪২)

❒ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ মুমিনদের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তাঁরা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে। অতঃপর তাঁরা অপরকে হত্যা করে এবং নিজেরাও নিহত হয়। তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে এ সত্য অবিচল ভাবে প্রতিশ্রুত হয়েছে। আর আল্লাহর চেয়ে কে অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা কারী। (৯ঃ ১১১)

❒ তারা তাওবাকারী, এবাদতকারী, শোকর গোযার, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকু ও সিজদা আদায়কারী, সৎকাজে আদেশ দানকারী ও মন্দকাজ থেকে নিবৃতকারী, এবং আল্লাহর দেওয়া সীমাসমূহের হেফাজতকারী। বস্তুতঃ ঈমানদারদেরকে সুসংবাদ দাও। (৯ঃ ১১২)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আল-হাদীছ

প্রিয় নবী (সাঃ) এরশাদ করেন-

■ ঐ পবিত্র সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ। নিম্নোক্ত দু'টি বিষয়ের মধ্যে একটি অবশ্যই হবে। হয়তো অবশ্যই তুমি সৎ কাজের আদেশ দান করবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে, নতুবা অনতিবিলম্বেই আল্লাহ তায়া'লা তোমাদের উপর আযাব নাযিল করবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর কাছে প্রার্থণা করবে কিন্তু তোমাদের প্রার্থণা গ্রহণ করা হবে না। -তিরমিজী।

■ কোন জাতিতে কেউ এমন পাপে লিপ্ত হলো, যা থেকে ঐ ব্যক্তিকে ফিরিয়ে রাখা জাতির পক্ষে সম্ভব, অথচ তারা তাকে ঐ পাপ হতে ফিরালো না, তা হলে মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তায়া'লা তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করবেন। -আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।

■ আল্লাহ কোন জাতিকে তাদের বিশেষ কোন লোকের পাপের কারণে শাস্তি প্রদান করেন না, যতক্ষণ না ঐ জাতির অধিকাংশ লোক জানতে পারে যে, তাদের মধ্যে খারাপ কাজ হচ্ছে এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উহা প্রতিরোধ না করে এরূপ নিরবতা অবলম্বন করে, তখন আল্লাহ তায়ালা ঐ জাতির সকলকে পাইকারী ভাবে শাস্তি প্রদান করেন। -শরহে সুন্নাহ।

■ সেই পবিত্র সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মাদের (ছাঃ) প্রাণ। কিয়ামতের দিন সৎ ও অসৎ কাজ গুলিকে (মানুষের আকৃতিতে) তৈরী করা হবে। ভাল কাজগুলি তার আমলকারীকে সুসংবাদ দেবে এবং ভাল ফলাফলের অঙ্গীকার করবে। আর মন্দ কাজগুলি তার আমলকারীকে বলবে দূর হয়ে যাও, দুর হয়ে যাও। প্রকৃত পক্ষে তারা দূর হওয়ার শক্তি পাবে না; বরং ওর সাথে জড়িয়ে থাকবে। -আহমদ ও বায়হাকী।

■ কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক থেকে সেই ব্যক্তি নিকৃষ্ট হবে, যে নিজের পরকালকে পার্থিব স্বার্থ হাছিলের উদ্দেশ্যে ধ্বংস করেছে। -ইবনে মাজাহ।

www.ahlehadeethbd.org

প্রতিবেদন
৫ম জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা'৯৪
-মুহাম্মাদ হারুন

"আল্লাহর নিরংকুশ তাওহীদ ও প্রিয় নাবী (ছাঃ)-এর খালিছ ইত্তেবা প্রতিষ্ঠাই আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল দাবী। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে-এক কথায় জীবনের সকল দিক ও বিভাগে রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের বিকল্প নেই। এ চরম সত্যকে বাস্তবে রূপ দেয়াই আহলেহাদীছ আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। প্রত্যেকের জেনে রাখা উচিত যে, শিরক ও বিদ'আত যুক্ত ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণ যোগ্য হবেনা। তাই এ ব্যাপারে সকল জনসাধারণকে সতর্ক করে দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই।"

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের ৫ম জাতীয় সম্মেলন'৯৪ ও তাবলীগী ইজতেমার উদ্বোধনী ভাষণ দান কালে ইজতেমার সম্মানিত সভাপতি - আলহাজ্ব ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল- গালিব উপরোক্ত কথামালা উপহার দেন।

বিগত ২৪ ও ২৫ শে মার্চ'৯৪ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাজশাহী শহর নিকটবর্তী নওদাপাড়া আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী সংলগ্ন ময়দানে অত্যন্ত সফলজনক ভাবে ও মহাসমারোহে ৫ম জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব ক্বারী মুহাম্মাদ লুৎফুর রহমান কর্তৃক কুরআন তেলাওয়াতের পর যথারীতি মুহতারাম আমীর ছাহেবের উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে ইজতেমার কাজ শুরু হয়।

পাকিস্তানের প্রখ্যাত বাগ্মী ও খ্যাতনামা বিদ্বান আল্লামা বদিউদ্দীন শাহ রাশেদী, আল্লামা আব্দুল্লাহ নাছের রাহমানী, ইরাকের ডঃ আবু খুবায়েব ও সুদানের শায়েখ আমীন আব্দুল্লাহ প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম সম্মানিত বক্তা হিসাবে ইজতেমায় অংশ গ্রহণ করেন। ইত্তেবায়ে সুন্নাতের অপরিহার্যতার উপর আল্লামা বদিউদ্দীন শাহ রাশেদীর তথ্যবহুল আলোচনা বিদ্বান মহলে চমক সৃষ্টি করে। জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর অত্যন্ত আকর্ষনীয় এবং জিহাদী জাযবা পূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন শায়েখ আব্দুল্লাহ নাছের রাহমানী। অনুরূপ ভাবে আহলেহাদীছের আকীদা ও আদর্শের উপর ডঃ আবু খুবায়েব ও শায়েখ আমীন আব্দুল্লাহ খুবই চমৎকার আলোচনা পেশ করেন।

www.ahlehadeethbd.org

তাছাড়া কুমিল্লার অধ্যক্ষ আব্দুস্ সামাদ, মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, সিলেটের মাওলানা শামসুদ্দীন, তাওহীদ ট্রাষ্টের সাধারণ সম্পাদক জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, ময়মনসিংহের মাওলানা আব্দুস্ সাত্তার ত্রিশালী, গাইবান্ধার মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, শায়েখ আব্দুর রশীদ, খুলনার মাওলানা আব্দুর রউফ, সাতক্ষীরার মাওলানা আব্দুস সামাদ, সিরাজ গঞ্জের অধ্যাপক আলমগীর হোসেন, বগুড়া সরকারী আলীয়া মাদ্রাসার ইংরেজী প্রভাষক জনাব শুজাউল করিম, জামালপুরের মাওলানা মকবুল হোসেন ও নওগাঁর মাওলানা আব্দুস্ সাত্তার প্রমুখ ওলামাবৃন্দ উক্ত জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমায় সম্মানিত বক্তা হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন। বক্তগণ স্ব-স্ব নির্ধারিত বিষয়ের উপর প্রামাণ্য আলোচনা রাখেন যা অন্য কোন ইজতেমায় প্রত্যক্ষ হয় না।

বাংলার বিভিন্ন জেলা হতে ট্রেন-বাসে অসংখ্য আন্দোলন পাগল আহলেহাদীছ উক্ত ইজতেমায় অংশ গ্রহণ করেন। এ ইজতেমা বাংলাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। জনতার এতো ভীড় লক্ষ্য করা যায় যে, একই সময়ে ইজতেমা ময়দান, খাদ্য প্যান্ডেল, বিমান বন্দর রোড ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরণের এরিয়া সর্বত্র যেন লোকে লোকারণ্য। ইজতেমায় অংশ গ্রহণকারী প্রতিটি সাংগঠনিক জেলার রিজার্ভ বাসে 'জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমা'৯৪ সফল হউক', 'মুক্তির একই পথ- দাওয়াত ও জিহাদ' ইত্যাদি শ্লোগানে সজ্জিত ব্যানার শোভা পায়। শ্লোগানে শ্লোগানে ইজতেমা মুখরিত হয়ে ওঠে। জনতার এ আবেগপুত তেজদীপ্ততা জিহাদের অম্লান রশ্মির সৌন্দর্যচ্ছটা বলে প্রতীয়মান হয়। এছাড়াও বিভিন্ন জেলা হতে আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থার শত শত মহিলারা উক্ত ইজতেমায় অংশ গ্রহণ করেন।

উক্ত জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমায় সর্ব সম্মতভাবে নিম্নলিখিত প্রস্তাব ও দাবীসমূহ বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকার সমীপে স্মারকলিপি আকারে পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সরকারের নিকট পেশ করা হয়।

❒ দাবী সমূহঃ

১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক দেশে আইন ও শাসন চাই।

২) কবরপূজা, পীরপূজা, ওরশ ও মীলাদ প্রথাসহ বিভিন্ন প্রকারের শিরক ও বিদ'আতী প্রথাকে নিরুৎসাহিত করতে হবে এবং রেডিও, টিভি ও সরকারী প্রচার মাধ্যম সমূহে এ সবের বিরুদ্ধে জোর প্রচারনা চালাতে হবে।

৩) দেশের স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সিলেবাসেও ইসলামিক ফাউন্ডেশনে নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের বইপত্র সিলেবাস ভূক্ত ও প্রকাশ করা হচ্ছে। আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বিভিন্ন কিতাব সংযোজন ও প্রকাশ করার দাবী জানাচ্ছি।

৪) ধূমপান, মাদকসেবন, যৌতুকপ্রথা, নারী নির্যাতন প্রভৃতির বিরুদ্ধে সরকারী আইন

কঠোরভাবে প্রয়োগের সাথে সাথে ব্যাপক গণজাগরণ ও গণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ জন্য আহলেহাদীছ যুবসংঘের ন্যায় বিভিন্ন কল্যাণমূখী যুব প্রতিষ্ঠান গুলিকে সরকারী ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতে হবে।

৫) বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসা গুলিকে সরকারী আনুকুল্য প্রদান করা হউক।

৬) যুব চরিত্র বিধ্বংসী অশ্লিল পত্র-পত্রিকা, চলচ্চিত্র ও সাহিত্য প্রচার কঠোর ভাবে দমন করতে হবে।।

৭) দেশে বিভিন্ন ধরণের বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে সরকারী অনুমোদন ও অর্থানুকূল্যে ধনী-গরীব সকলের জন্য একই ধরণের সত্যিকারের গণমূখী ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালূ করা হউক।

৮) সুদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা বাতিল করে ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৯) এ সম্মেলন সমাজ কল্যাণের নামে চড়া সুদের ভিত্তিতে ঋণদান, সমাজ শোষণ ও সাধারণ জনগণ ও মা-বোনদের ইমান ও নৈতিকতা হরণকারী এন, জি, ও, সমূহের অপতৎপরতা কঠোর হস্তে দমন করার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছে।

১০) খৃষ্টান ও কাদিয়ানীদের অপতৎপরতা রোধের জন্য মুসলিম নিধনের বেশধারী কাদিয়ানীদেরকে সরকারী ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করার জন্য সরকারের প্রতি জোর আবেদন জানাচ্ছে।

১১) ফারাক্কা বাঁধের অশুভ প্রতিক্রিয়ায় রাজশাহীসহ সমগ্র উত্তরাঞ্চলে মরু প্রক্রিয়া শুরু ও দেশের এক তৃতীয়াংশ জনগণের জীবন মরণ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তার আশু সমাধানের ব্যাপারে সক্রিয় ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আকুল আবেদন জানাচ্ছে।

১২) এই সম্মেলন কাশ্মীর, বসনিয়া, সোমালিয়া, ইরিত্রিয়ায় মুসলিম নিধন ও আফগানিস্থানে উপ-দলীয় কোন্দল বন্ধের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আকুল আবেদন জানাচ্ছে।

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

www.ahlehadeethbd.org

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
(এপ্রিল '৯৩- মার্চ '৯৫)

১৯৯৩ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে শুরু হয় নতুন সাংগঠনিক শেসন। এ শেসনে জনাব মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (যশোর) ও জনাব মুহাম্মাদ হারুন (সিলেট) যথাক্রমে কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সহ-সভাপতি মনোনীত হন। অতঃপর যথাক্রমে মুহাম্মাদ মোফাক্ষার হোসেন (পাবনা) আহসান হাবীব, (গাইবান্ধা) আনোয়ারুল হক (লালমনিরহাট) আব্দুল হাই ও আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী) সম্পাদক মন্ডলী হিসাবে মনোনয়ন লাভ করেন। এ কয়জন সম্মানিত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হয় ১৯৯৩-১৯৯৫ ইং শেসনের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ। এ কর্ম পরিষদের কার্যকালে আন্দোলনের তৎপরতা বৃদ্ধি ও সংগঠন কতখানি সম্প্রসারিত হয়েছে তা এ সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে উল্লেখ অসম্ভব। তাই আমরা এতে কতিপয় উল্লেখযোগ্য বিশেষ দিকের আলোচনার প্রয়াস পাব- ইনশাআল্লাহ।

প্রচারঃ ইহা আন্দোলনের অন্যতম দিক। তরুণ ছাত্র ও যুব সমাজের নিকট তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়াই এর লক্ষ্য। এক্ষেত্রে দাওয়াত ও তাবলীগের কর্মসূচী 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুব সংঘ হাতে নেয়। প্রতিটি জেলায় নিয়মিত মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমাকে স্বার্থক ও সফল করার জন্য কেন্দ্র থেকে সংক্ষিপ্ত তাবলীগী সিলেবাস প্রেরণ করা হয়। বিশেষতঃ সুরা আসরের শিক্ষা ও তাৎপর্য বিষয়ক দার্স এবং জামা'আতী যিন্দেগীর গুরুত্বের উপর দার্সে হাদীছ সংক্ষিপ্তাকারে লিখে সকল জেলায় প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, বই-পত্র বিলি ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে আন্দোলনের জোর প্রচারণা চালানো হয়। ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাপক সাড়া জাগে এবং জনগণ দলে দলে আন্দোলনে যোগ দান করে। ১৯৯৪ ইং সনের জাতীয় সম্মেলন ও তাবলীগী ইজতেমায় ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। হাজার হাজার জনতার ঢল তার বাস্তব প্রমাণ।

সংগঠনঃ সমাজের বুকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন বিধান কায়েম করতে হলে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। এ সত্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের চলতি শেসনের দায়িত্বশীলগণ ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

প্রথমতঃ ১৯৯৩-১৯৯৫ ইং শেসনের জন্য প্রতি সাংগঠনিক জেলা পূণর্গঠন কর্মসূচী সফল করেন। নতুন দায়িত্বশীল পরিষদ নিয়ে নতুন আঙ্গিকে সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু হয়।

দ্বিতীয়তঃ বিগত সাংগঠনিক জীবনে জেলা সমূহের অফিস অডিটের সু-বন্দোবস্ত ছিলনা। বর্তমান শেসনের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ এ বিষয়ের প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করে। সকল সাংগঠনিক জেলার অফিস অডিট কর্মসূচী হাতে নেয় এবং তা তিন মাসে সু-সম্পন্ন হয়।

www.ahlehadeethbd.org

তৃতীয়তঃ আন্দোলনের প্রচুর ক্ষেত্র তৈরী হয়। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সংগঠনের দাওয়াত পৌঁছতে থাকে। এই কর্মপরিষদ ১৮টি সাংগঠনিক জেলা নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে নাটোর, নওগাঁ, চাপাই নবাবগঞ্জ, জামালপুর, রংপুর, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া পূর্ব, কুষ্টিয়া পশ্চিম, এ কয়টি জেলা প্রস্তাবিত সাংগঠনিক জেলায় উন্নীত হয়। তাছাড়া, রাজবাড়ী, বাগেরহাট, কুড়িগ্রাম, ময়মনসিংহ, গাজিপুর, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদি, পশ্চিম দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁ, চাঁদপুর ও সিলেট -এ কয়টি টার্গেটভূক্ত জেলা হিসাবে সংগঠনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছে।

প্রশিক্ষণঃ সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ যুবকদেরকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও সুন্নাতের আলোকে যিন্দাদিল মর্দে মুজাহিদরূপে গড়ে তোলা এবং ধর্মের নামে প্রচলিত যাবতীয় কুসংস্কার ও জাহেলিয়াতের সকল প্রকার চ্যালেঞ্জের মোকাবলায় ইসলামকে বিজয়ী করার মত যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মী তৈরী করা এ দফার উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ প্রশিক্ষণমূলক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে- যা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

❑ **ত্রৈমাসিক প্রশিক্ষণঃ** যোগ্য কর্মী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দু'দিন করে প্রত্যেক সাংগঠনিক জেলায় ত্রৈমাসিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের প্রোগ্রাম কেন্দ্র প্রদান করে। এ জন্য বিষয় নির্বাচন ও সম্মানিত প্রশিক্ষকসহ যাবতীয় ব্যবস্থা কেন্দ্র গ্রহণ করে। আর এ প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের সঠিক নির্দেশনা প্রত্যেক জেলায় প্রদত্ত হয়। প্রায় তিন মাসে এ কর্মসূচী সু-সম্পন্ন হয়।

❑ **মুবাল্লিগ প্রশিক্ষণঃ** আহলেহাদীছ যুব সংঘ সর্বত্র আন্দোলনের দাওয়াত পৌছানোর নেক নিয়্যাতে বিশিষ্ঠ দা'ঈ সমন্বয়ে মুবাল্লিগ টিম গঠন করে। এ অভিযান সফল করার জন্য পর পর তিন বার মুবাল্লিগ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। ঈমান, আকীদাসহ আল্লাহর পথে দাওয়াত, দাওয়াতের পদ্ধতি ও দাওয়াত দাতার চরিত্র ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত বাস্তব সম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

❑ **জেলা কর্ম পরিষদের প্রশিক্ষণঃ** নবগঠিত প্রত্যেক সাংগঠনিক জেলার কর্ম পরিষদকে সাংগঠনিক প্রজ্ঞা ও পদ্ধতি শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে তাদেরকে কেন্দ্রীয় ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সংগঠন বাস্তবায়ন ও অফিস সংরক্ষণ পদ্ধতির উপর বিশেষ নোট সরবরাহ করা হয়।

❑ **১ম বাছাইকৃত কর্মী প্রশিক্ষণঃ** এটি একটি নতুন পদ্ধতি যা ইতোপূর্বে ছিলনা। দেশের প্রত্যেকটি সাংগঠনিক, প্রস্তাবিত ও টার্গেটকভূক্ত জেলা হতে ২জন বাছাইকরা কর্মী নিয়ে কেন্দ্রে ৭দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সম্মানিত প্রশিক্ষকগণ অনুষ্ঠানে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন এবং কর্মীদেরকে উহার কপি সরবরাহ করেন। এতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক কর্মী বিশেষভাবে উপকৃত হন। অতঃপর ১ মাস অন্তর ৩দিন ব্যাপী এই ব্যাচ কর্মীদের দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মীদের মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়। অনেক অজানাকে জেনে আন্দোলনের শপথ নিয়ে মাঠে-ময়দানে ঝাপিয়ে পড়েন।

❑ **২য় বাছাইকৃত কর্মী প্রশিক্ষণঃ** অনুরূপভাবে সকল জেলা হতে বাছাইকরা কর্মী নিয়ে ৭দিনের প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হয়। একই নিয়মে খুবই সফলতার সাথে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। ইহা যে আন্দোলনের অগ্রগতিতে কতখানি ভূমিকা রেখেছে, কেবল

সচেতন ব্যক্তিমাত্রই অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।

প্রশিক্ষক সমাবেশঃ সারা দেশে অঞ্চল ভিত্তিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান বাস্তবায়নের নেক নিয়্যাতে প্রত্যেক জেলার বিজ্ঞ সুধী সমন্বয়ে ২টি প্রশিক্ষক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ইহা ও এক অভিনব সংযোজন। এতে বিদ্বান মহলে ব্যাপক সাড়া জাগে। অনেক সম্মানিত সুধী নির্ধারিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর তথ্যবহুল লেখা কেন্দ্রে জমা দেন। তাছাড়া কেন্দ্রীয়ভাবে তিনটি সুধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনঃ আন্দোলনের পরিচিতি সমাজের সর্বস্তরে পৌছে দেওয়ার এটি একটি বিশেষ মাধ্যম। এতে সকল দৈনিকের সাংবাদিকদের বিশেষভাবে দাওয়াত প্রদান করা হয় এবং তাদের সামনে কোন বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ব্যাখা করা হয়। অতঃপর উহা প্রত্যেক দৈনিকে ফলাও করে প্রকাশিত হয়। প্রথম ঢাকা জেলা এ ব্যাপারে সৎ উদ্যোগ গ্রহণ করে। স্থানীয় একটি হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে লিখিত ভাষণ দেন বৃহত্তর ঢাকা সাংগঠনিক জেলার সম্মানিত সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মাদ আহসান। সেখানে আহলেহাদীছের রাজনৈতিক দর্শন সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর প্রদান করা হয়। সম্মেলনে সম্মানিত সুধী হিসাবে ঢাকা জেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম, আহলেহাদীছ যুবসংঘের প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম আহবায়ক জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ শামছুদ্দীন, পাবনা জেলার অন্যতম উপদেষ্টা জনাব রবিউল ইসলাম, বৃহত্তর ঢাকা জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল লতিফ ও অন্যান্য সম্মানিত দায়িত্বশীল বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুরূপ ভাবে কেন্দ্রীয় পরামর্শে খুলনা সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে খুলনা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে গুরত্বপূর্ণ অভিভাষণ দান করেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বর্তমান কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের মুহতারাম আমীর ডঃ আলহাজ্ব মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূলদাবী এখানে ব্যাখ্যা করা হয়। ফলে ইসলাম পন্থী মুসলমানেরা তাঁদের প্রতি চড়াও হয় এবং মুহতারাম আমীরসহ উপস্থিত সকল উপদেষ্টা ও দায়িত্বশীল ভাইদের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করে অযথা হয়রানি করা হয়।

বিগত জানুয়ারী'৯৫ তে বগুড়া জেলার উদ্যোগে বগুড়া প্রেস ক্লাবে এক মনোরম পরিবেশে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে মুহতারাম আমীর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব "আমরা কি চাই, কেন চাই এবং কিভাবে চাই" এ বিষয়ে খুবই চমৎকার এক লিখিত ভাষণ পেশ করেন। প্রায় সকল দৈনিকে এ সংবাদ প্রকাশ করা হয়।

মহা সমাবেশঃ কুখ্যাত লেখিকা মুরতাদ তাসলিমা নাসরিন ও তার দোসর এবং এন,জি,ও - দের অপতৎপরতা বন্ধের দাবীতে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ লংমার্চ ও মহা সমাবেশের আহবান করে। এতে দেশের লাখো তাওহীদি জনতা তাঁদের ঈমানের দাবী পুরণের নিমিত্তে যোগদান করে। সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ আহুত এ লংমার্চ ও মহা সমাবেশে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ অংশ নেয়। এ প্রসঙ্গে বৃহত্তর ঢাকা সাংগঠনিক জেলার অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মানিক মিঞা এভিনিউতে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে শৃংখলা বিধান ও নিরাপত্তা রক্ষার কাজে আমাদের ৩০ জন কর্মী নিযুক্ত হন। আশ্চর্য এই যে, আমাদের কর্মীরা ষ্টেজের নিকটবর্তী স্থান

www.ahlehadeethbd.org

থেকে ২টি টাইম বোমা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। মুহতারাম আমীর উক্ত মহা সমাবেশে ভাষণ দান করেন যা সমস্ত জনতার হৃদয়তন্ত্রীতে সাড়া জাগায়। জাতীয় পর্যায়ের আন্দোলনে সক্রিয় পদচারণ আহলেহাদীছ যুবসংঘের মাধ্যমেই সাধিত হয়- ফালিল্লাহিল হাম্‌দ। এছাড়া বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন সময়ে বহু সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জনশক্তিঃ দক্ষ জনশক্তি আন্দোলনের আবশ্যিক শর্ত। দক্ষ জনশক্তি ব্যতীত লক্ষ্যার্জন আদৌ সম্ভব নয়। তাই যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মী তৈরীর কার্যকরী ব্যবস্থা চলতি শেসনের দায়িত্বশীল গ্রহণ করেন। ১৯৯৩ ইং সনে কর্মী ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের থেকে বাছাই করে কয়েকজনের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্য থেকে গঠনতন্ত্রে বর্ণিত শর্তানুযায়ী ১১জন কর্মীকে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য পদে উন্নীত করা হয়। অতঃপর ১৯৯৪ ইং সনে পূনরায় পরপর দু'টি লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। দু'টি পরীক্ষায় যুক্ত ফলাফল অনুযায়ী উত্তীর্ণদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করতঃ যোগ্য বিবেচীত মোট ২৯০ জনকে কর্মী হিসাবে অনুমোদন দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সময়ের স্বল্পতা ও জাতীয় সম্মেলন'৯৫ ও তাবলীগী ইজতেমা সংক্রান্ত ব্যস্ততার কারণে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ ও অনুমোদন দান সম্ভব হলোনা। তাদের বেলায় পরবর্তীতে বিবেচনার আশা রইল।

প্রকাশনাঃ প্রকাশনার মাধ্যমে আন্দোলন যতখানি দ্রুত সম্প্রসারিত হয়, অন্য কোন মাধ্যমে ততখানি তড়িৎ সম্ভব হয় না। সেহেতু 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রকাশনার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

পরিচিতি 'ক' (একলক্ষ), আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন (দশ হাজার), সমাজ বিপ্লবের ধারা (দশহাজার) আকীদায়ে মুহাম্মাদী (দশ হাজার) বর্দ্ধিত সংস্করণ আকারে পুণঃপ্রকাশ করে। তা ছাড়া আল-ইত্তেহাদ নামে সাহিত্য সাময়িকী, জাতীয় সম্মেলন'৯৪-৯৫ দু'টি স্মরনীকা, রামাযানের আহবান ও সময়সূচী ছাপিয়ে সরবরাহ করা হয়। অর্থাভাব ও আনুসঙ্গিক উল্লেখযোগ্য কারণ হেতু নিয়মিত সাহিত্য সাময়িকী ও পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হল না। এ ব্যাপারে আমরা আগামীতে সৎ উদ্যোগ গ্রহণের আশা রাখি।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ- ধীর অথচ দৃঢ় পদে অগ্রসরমান। চলতি শেসনে সংগঠন মোটামোটি এক সাংগঠনিক পর্যায়ে এসে দাড়িয়েছে। আন্দোলনের ধারা গতি এভাবে অব্যাহত রাখতে পারলে আমরা নির্ভেজাল অহি ভিত্তিক ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারব। ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করুন এবং আমাদের এ সামান্য খিদ্‌মতটুকু কবুল করুন। আমীন।।

মুহতারাম আমীর ছাহেবের

সাংবাদিক সম্মেলন

মুহাম্মাদ হারুন

১- খুলনা প্রেস ক্লাব

তাং ২১ শে এপ্রিল ১৯৯৪ রোজ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৫-৩০ মিঃ

খুলনা- বাগেরহাট সাংগঠনিক জেলা আহলেহাদীছ যুবসংঘের উদ্যোগে আয়োজিত উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক সমূহের সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমানে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সূধী পরিষদের মুহতারাম আমীর জনাব ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব দুই পৃষ্ঠাব্যাপী যে লিখিত ভাষণ প্রদান করেন, তা নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল-

আল্লাহ্র প্রতি হাম্দ, রাসূলের (ছাঃ) প্রতি দরূদ ও সাংবাদিক বন্ধুদেরকে মুবারকবাদ জানিয়ে মুহতারাম আমীর ছাহেব তাঁর ভাষণে প্রথমে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত তুলে ধরে বলেন-

'আমাদের আন্দোলনের নাম 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' যা মূলতঃ একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন হিসেবেই সমধিক পরিচিত। নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করাই এ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ধর্মের নামে, রাজনীতির নামে, অর্থনীতির নামে, দর্শন ও সংস্কৃতির নামে মানুষের রচিত বিভিন্ন মাযহাব-মতবাদ, ইযম ও তরীকা হ'তে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহ প্রেরিত অহি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য এ আন্দোলন সমগ্র মানবজাতির প্রতি ও বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহ্র প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানায়। একই সাথে এ আন্দোলন কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ বা তাকলীদ ছাড়াই পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র আদেশ-নিষেধকে নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে বৃহত্তর মুসলিম ঐক্য কামনা করে।

৩৭ হিজরীর পর হ'তে ইসলামে যখন বিভিন্ন বিদ'আতী আক্বীদা ও আমলের অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করে, তখন তার বিরুদ্ধে ছাহাবায়ে কেরাম যে 'প্রচার ও প্রতিরোধ' আন্দোলন শুরু করেন এবং পরবর্তী যুগে একইভাবে হকপন্থী ওলামায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসগণ-এর নেতৃত্বে হাদীছ ভিত্তিক যে সংস্কার আন্দোলন পরিচালিত হয়, সেটাই ইতিহাসে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' নামে পরিচিত। আহলেহাদীছগণ মিশর, সুদান, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশে 'আনছারুস্ সুন্নাহ' মাধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে 'সালাফী' ইন্দোনেশিয়াতে জামা'আতে মুহাম্মাদিয়াহ' এবং পাক-ভারত উপমহাদেশে 'মুহাম্মাদী' ও 'আহলেহাদীছ' নামে পরিচিত। তবে বৃটিশ আমলে

www.ahlehadeethbd.org

রাজনৈতিক ফায়দা হাছিলের জন্য 'ওয়াহ্হাবী' বলে দূর্ণাম করা হত। যেমন মাযহাবী স্বার্থ হাছিলের জন্য অনেকে এই আন্দোলনকে 'লা-মাযহাবী' আন্দোলন বলে সান্তণা লাভের চেষ্টা করে থাকেন।'

উপরোক্ত পরিচিতি পেশের পর মুহতারাম আমীর ছাহেব 'আমরা কি চাই, কেন চাই, কিভাবে চাই,- এ প্রসংগে আলোকপাত করে বলেন-

(ক) আমরা চাই এমন একটি ইসলামী সমাজ, যেখানে থাকবেনা প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবে না ইসলামের নামে কোন মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ। আমরা জাতীয় ও বিজাতীয় সকল প্রকার মাযহাব ও মতবাদের তাকলীদ হতে মুক্ত হ'য়ে একনিষ্ঠভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে এদেশের সমাজ ও শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে চাই।

জাতীয় তাকলীদ বলতে আমরা ধর্মের নামে মুসলিম সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন মাযহাব ও তরীকার অন্ধ অনুসরণ বুঝি এবং বিজাতীয় তাকলীদ বলতে আমরা বৈষয়িক ব্যাপারের নামে প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদির অন্ধ অনুকরণ বুঝাতে চাই।

(খ) নিজেদের রচিত অসংখ্য মাযহাব, মতবাদ, ইযম ও তরীকার বেড়াজালে আবেষ্টিত মানব সমাজকে আল্লাহ প্রদত্ত্ব ও রাসুল (ছাঃ) প্রদর্শিত অভ্রান্ত সত্যের পথে পরিচালনার জন্যই আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলন চাই।

(গ) আমরা আমাদের আন্দোলনকে নবীদের তরীকায় পরিচালনা করতে চাই। এজন্য আমরা ইসলাম প্রদত্ত্ব সমাজ বিপ্লবের রাজনৈতিক দর্শন অনুসরণে জনগণের আকীদা ও আমলের পরিবর্তন সাধনে সদা সচেষ্ট থাকি। সাথে সাথে দেশের আইন ও শাসনব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র ভিত্তিতে ঢেলে সাজাবার জন্য বিভিন্ন ইসলামী পন্থায় প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকি।

আমরা বর্তমান দলভিত্তিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে জনগণের প্রতি অবিচার, শোষণ ও নিপীড়নের একটি দুর্ভাগ্যজনক ব্যবস্থা বলে মনে করি। ইহুদী-খৃষ্টানদের এই পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে কখনোই জনগণের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করা সম্ভব নয়। সত্যিকারের ইসলামী সমাজ ও শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাও সম্ভব নয়। আমরা মনে করি, সর্বত্র নেতৃত্ব নির্বাচনের এমন এক কল্যাণমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যেখানে ভোট প্রার্থী হওয়ার বা তার জন্য দলাদলির কোন সুযোগ থাকবেনা, যেখানে ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থে নয় বরং স্রেফ জনস্বার্থে ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে সকল নীতি ও পদ্ধতি গৃহীত হবে। যেখানে অধিকাংশের রায়- এর উর্ধে আল্লাহ প্রেরিত বিধানের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। জনগণের বদলে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত ও অনুসৃত হবে।

আমরা উপরোক্ত লক্ষ্যে জনমত সংগঠিত করার চেষ্টা করি এবং বিশ্বাস করি যে, জনগণের

www.ahlehadeethbd.org

প্রকৃত কল্যাণকামী যে কোন সমাজকর্মী আমাদের উক্ত মত ও পথের সমর্থণ ও সহযোগিতা করবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন- আমীন।'

ভাষণ শেষে মাননীয় আমীর ছাহেব সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াব দেন। সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের মাননীয় নায়েবে আমীর শায়খ আবদুস ছামাদ সালাফী, খুলনা বাগেরহাট জেলা আহলেহাদীছ যুবসংঘের সভাপতি জনাব গোলাম মুকতাদির, সহ-সভাপতি মাওলানা মামুনুর রশীদ, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, তাওহীদ ট্রাষ্টের মাননীয় হিসাব পরিচালক ও যশোর ইসলামী ব্যাংকের এ, ভি, পি জনাব এস, এ, এম হাবীবুর রহমান, খুলনা-বাগেরহাট সাংগঠনিক জেলার প্রধান উপদেষ্টা, জনাব ইস্রাফীল হোসায়েন এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

পরদিন বিভিন্ন স্থানীয় দৈনিকে ছবিসহ নিম্নোক্ত শিরোনামসমূহে খবর প্রকাশিত হয়। যেমন - (১) দৈনিক পূর্বাঞ্চল ছবি ৩য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম, খবর শেষ পৃঃ ২য় কলাম। শিরোনামঃ 'অভ্রান্ত সত্যের পথে পরিচালনার জন্যই আহলেহাদীছ আন্দোলন চাই' (২) দৈনিক হিযবুল্লাহ ১ম পৃঃ ৪র্থ কলাম। শিরোনামঃ 'দলভিত্তিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শোষণের রাজনীতি'- ডঃ গালিব (৩) দৈনিক তথ্য ১ম পৃঃ ৮ম কলাম। শিরোনাম; 'আহলেহাদীছ যুবসংঘের সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত (৪) দৈনিক প্রবাহ, পূর্বোক্ত শিরোনামে (৫) দৈনিক জন্মভূমি ১ম পৃঃ ৭ম কলাম। শিরোনামঃ জামাতের আন্দোলনের সাথে আমরা একমত নই- ডঃ আসাদুল্লাহ।

দুর্ভাগ্য যে, দৈঃ ইনকিলাব, ইত্তেফাক, অবজারভার ও মিল্লাতের সাংবাদিকরা উপস্থিত থেকে বিভিন্ন প্রশ্নাদি করা সত্ত্বেও তাদের কোন পত্রিকায় পরদিন কোন রিপোর্ট আসেনি।

প্রতিক্রিয়াঃ

আসামীর কাঠগড়ায় মুহতারাম আমীর ও তাঁর সাথীবৃন্দঃ

২১শে এপ্রিলের সাংবাদিক সম্মেলনটি ছিল বন্দর নগরী খুলনায় আহলেহাদীছদের প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন এবং এই সম্মেলনে দেওয়া মুহতারাম আমীর ছাহেবের ভাষণটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সারগর্ভ। নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন হিসাবে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সকল মৌলিক দিক উক্ত ভাষণে ফুটে উঠে। পরের দিনের পত্রিকায় উক্ত ভাষণের বিশেষ দিকগুলি প্রকাশিত হয় ও সাথে সাথে পরের দিন স্থানীয় হাদীছ পার্কে খুলনা-বাগেরহাট সাংগঠনিক জেলা আহলেহাদীছ যুবসংঘের উদ্যোগে বার্ষিক ইসলামী সম্মেলনের ব্যাপক প্রচারনা ও প্রস্তুতি দেখে এক ধরণের ইসলামপন্থীদের গাত্রদাহ শুরু হয়। বৃষ্টির কারণে জালসাটি হাদীস পার্কের উত্তর পার্শ্বে সিটি কর্পোরেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে এসব ইসলামপন্থীদের ইংগিতে প্রেরিত খুলনা আলিয়া মাদ্রাসা ও দারুল উলুম মাদ্রাসার কিছু সংখ্যক উচ্ছৃংখল ছাত্র স্টেজের কাছাকাছি বসে এবং বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে জালসার শুরুতে ষাটোর্ধ জনৈক প্রবীণ আলেম অল্প সময়ের জন্য দাঁড়িয়ে হামদ, না'তের পর একটা উর্দু কবিতার দু'লাইন মাত্র পড়েছেন, অমনি ঐ ছেলেগুলি দাঁড়িয়ে 'ভাল

বক্তা দেন' বলে হৈ-চৈ শুরু করে দেয়। স্বেচ্ছাসেবকরা তাদেরকে ধৈর্য্য ধরার কথা বললে তারা মারমুখো হ'য়ে ওঠে ও এক পর্যায়ে তারা সরাসরি জালসার সভাপতি জনাব গোলাম মোক্তাদিরের মাথায় আঘাত করে। এতে স্বেচ্ছাসেবকসহ উপস্থিত শ্রোতারা ক্ষেপে গেলে প্রায় ১৫ মিনিট এলোপাথাড়ী কিল ঘুষির এক পর্যায়ে উচ্ছৃংখল ছাত্রগুলি দৌড়ে পালিয়ে যায়। একটি ছেলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলে তাকে ধরে এনে মঞ্চে বসিয়ে রাখা হয়। পরে তাকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

দূর্ভাগ্য যে, জালসা শেষ হওয়ার আগেই মাননীয় প্রধান অতিথি মুঁহতারাম আমীর ছাহেবকে এক নং আসামী করে পোষ্টারে ঘোষিত সকলের নামে স্থানীয় থানায় মামলা দায়ের করা হয়। রাতেই পুলিশী তৎপরতা চালানো হয়। পরদিন খুলনা জেলা ইমাম পরিষদের পক্ষ হ'তে প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয় এবং ২৯শে এপ্রিল শুক্রবার বাদ জুম'আ স্থানীয় ডাকবাংলার মোড়ে আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা আহবান করে উত্তেজনার ভাষায় বিজ্ঞাপন ছাড়া হয়। পরে অজ্ঞাত কারণে উক্ত প্রতিবাদ সভাটি ২৮শে এপ্রিল বৃহস্পতিবারে সিটি কর্পোরেশন মিলনাতয়নে অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিনই মুহতারাম আমীর, নায়েবে আমীর, মাওলানা আব্দুর রউফ, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, মাওলানা মামূনুর রশীদ, মাওলানা আবদুস ছামাদ (সাতক্ষীরা) জনাব গোলাম মোক্তাদির, ডাঃ লিয়াকত আলী (মোংলাপোর্ট) সকলে খুলনার মুখ্য মহানগর হাকিম (সি. এম. এ)-এর কোর্টে হাজির হয়ে যামিন প্রাপ্ত হন। ২৬/৫/৯৪ তারিখে তাদেরকে পুণরায় হাযিরা দিতে হয়। ২৮/৬/৯৪ তারিখে মুহতারাম আমীর ও নায়েবে আমীরকে কোর্ট থেকে উকিল যামিন করানো হয়। তা'দেরকে আর হাযিরা দিতে হয়নি। পরে ৪/১২/৯৪ তারিখে তাঁদেরকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।।

পুজিবাদ, সমাজবাদ, জাতীয়তাবাদ, পাশ্চাত্যগণতন্ত্র, আঞ্চলিকতাবাদ সবই এক কথায় জাহেলিয়াত।

www.ahlehadeethbd.org

২। সাংবাদিক সম্মেলন

তাং ৫ই জানুয়ারী ১৯৯৫, বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা।

স্থানঃ বগুড়া প্রেস ক্লাব মিলনায়তন।

গত বছর ২৩শে সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত নবগঠিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' (জমঈয়তে তাহরীকে আহলেহাদীছ) -এর বগুড়া সাংগঠনিক জেলা এবং বগুড়া জেলা আহলেহাদীছ যুব সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের আমীর এবং বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের মুহতারাম আমীর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় পত্রিকা সমূহ ছাড়াও জাতীয় দৈনিক ইনকিলাব, ইত্তেফাক, সংগ্রাম ও সবুজ বাংলার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত সংগঠনের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর শায়খ আবদুস ছামাদ সালাফী, বগুড়া যেলা আমীর জনাব আলহাজ্ব শামসুজ্জোহা, শূরা সদস্য জনাব অধ্যাপক আবুবকর ছিদ্দীক, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব অধ্যাপক রেজাউল করিম, আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আহসান হাবীব, বগুড়া যেলা আহলেহাদীছ যুবসংঘের সভাপতি মাষ্টার আনছার আলী, সহ-সভাপতি আবদুর রহীম এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মাননীয় আমীর ছাহেব তাঁর সারগর্ভ ও সুচিন্তিত ভাষণে আহলেহাদীছ আন্দোলনের মৌলিক বিষয়গুলি তুলে ধরেন। বর্তমানে ব্যাপক সামাজিক অশান্তির প্রেক্ষাপটে আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বলেন এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো দল ও প্রার্থীভিত্তিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। তিনি বলেন দলীয় শাসন কখনোই নিরপেক্ষ হতে পারেনা। এই শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তির গুণ ও যোগ্যতার চাইতে সংখ্যার গুরুত্ব বেশী। এই ব্যবস্থার অধীনে প্রহসনমাত্র। বরং উল্টোটাই স্বাভাবিক।

তিনি বলেন, "আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এই ঘুনে ধরা সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চায়। এ সংগঠন নেতৃত্ব নির্বাচনের ইসলামী ব্যবস্থা চালু করার দাবী জানায়। যেখানে ভোট প্রার্থী হওয়ার বা তার জন্য দলাদলির কোন সুযোগ থাকবেনা। থাকবেনা ভোট কারচুপির প্রচেষ্টা, সন্ত্রাস ও অহেতুক অর্থের ছড়াছড়ি।

যেখানে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু বা সরকারী ও বিরোধী দল বলে কেউ চিহ্নিত হবেন না। বরং সকলেই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে জনকল্যাণের স্বার্থে একযোগে কাজ করে যাবেন। যেখানে স্রেফ জনস্বার্থে ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে সকল নীতি ও পদ্ধতি গৃহীত ও

www.ahlehadeethbd.org

অনুসৃত হবে। রাজনীতি তখন আত্মকল্যাণ নয় বরং নেকী উপার্জনের অন্যতম প্রধান অসীলা হিসাবে গণ্য হবে। দ্বীনদার ও যোগ্য ব্যক্তিগণ তখন রাজনীতি ও সমাজ কল্যাণে সুযোগ পাবেন।

ভাষণ শেষে মুহতারাম আমীর ছাহেব সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াব দেন। প্রেসক্লাব মিলনায়তন পরিপূর্ণ থাকায় তিনি মাইকে ভাষণ প্রদান করেন।

পরদিন বিভিন্ন স্থানীয় পত্রিকায় নিম্নোক্ত শিরোনামসমূহে খবর প্রকাশিত হয়। যেমন-.(১) দৈনিক করতোয়া ৬ই জানুয়ারী ১৯৯৫, ছবি ও খবর ১ম পৃঃ ১ম কলাম ও শেষ পৃঃ ৬ষ্ঠ কলাম। শিরোনামঃ তাওহীদের প্রচার প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি আমাদের লক্ষ্য (২) দৈনিক উত্তরবার্তা, ছবি শেষ পৃষ্ঠা ৪র্থ কলাম, খবর ১ম পৃষ্ঠা ১ম কলাম ও শেষ পৃঃ ৬-এর কলাম। শিরোনামঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন বগুড়া'র সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত' (৩) দৈনিক সাতমাথা, ছবি ও খবর ১ম পৃঃ ৭-এর কলাম ও শেষ পৃঃ ৪-এর কলাম। শিরোনামঃ বর্তমান দল ও প্রার্থীভিত্তিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা জনগণের প্রতি অকল্যাণ বলে মনে করি' -ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

(৪) দৈনিক চাঁদনীবাজার, খবর ১ম পৃঃ ৩য় কলাম ও শেষ পৃঃ ৪-এর কলাম। এখানে একই দিন সন্ধ্যায় স্থানীয় আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে জেলা সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত বিশাল ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণরত মুহতারাম আমীর ছাহেবের ছবি- প্রকাশিত হয়। শিরোনামঃ সাংবাদিক সম্মেলনে ডঃ গালিব; জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভই আহলেহাদীছের মুল লক্ষ্য।

তাক্বলীদ একটি জাহেলী প্রথা। এর ফলে ব্যক্তি পূজার শিরক জন্ম নেয়। শরীয়ত গবেষণার দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়। মুসলিম ঐক্য ও শান্তি বিনষ্ট হয়।

আমীর ছাহেবের মানিক মিয়া এভেনিউয়ের ঐতিহাসিক ভাষণ

(পবিত্র কুরআন সংশোধন ও পরিবর্তনের দাবীদার জনৈকা মুরতাদ লেখিকা তাসলীমা নাসরীন ও তার সহযোগী ধর্মদ্রোহী নাস্তিক ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে 'সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ' আহূত দেশ ব্যাপী ঐতিহাসিক লং মার্চ শেষে বিগত ২৯ শে জুলাই'৯৪ শুক্রবার বাদ জুম'আ ঢাকার মানিক মিয়া এভেনিউয়ে অনুষ্ঠিত স্মরণকালের বিশালতম মহাসমাবেশে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের' পক্ষ হ'তে সংগ্রামী প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ও বর্তমানে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের মুহতারাম আমীর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব মাত্র দু'মিনিটের যে সারগর্ভ ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন, তা ক্যাসেট থেকে উদ্ধার করে নিম্নে লিপিবদ্ধ আকারে প্রকাশ করা হ'ল।-)

যথারীতি হাম্‌দ ও না'ত শেষে মুহতারাম আমীর ছাহেব বলেন- আজকের এ মহাসমাবেশে আমি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত সকল তৌহিদী জনতাকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। বন্ধুগণ! বাংলার যমীনের প্রায় সমস্ত মুসলমান ধর্মপ্রাণ ওলামায়ে কেরাম ঐক্যবদ্ধভাবে আজকে এ মঞ্চে উপবিষ্ট হয়েছেন। আমি আশা করি বাংলাদেশের ইতিহাস নতুনভাবে যাত্রা শুরু করল। বাংলাদেশের প্রায় দেড়কোটি আহলেহাদীছ জনতার পক্ষ থেকে আমি সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম জনতার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে একথা বলতে চাই যে, বাংলাদেশে অবশ্যই কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে আইন ও শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। এর জন্য আবশ্যিক পূর্বশর্ত যেটি সেটি আমার পক্ষ থেকে সকলের কাছে দাবী থাকবে- জনতার ঐক্য আছে, কিন্তু আমি চাই নেতাদের ঐক্য। যদি বাংলাদেশের আজকে যে নেতৃবৃন্দ এই মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন, সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে যেভাবে আজকে আওয়ায উঠানো হয়েছে, এই আওয়ায যদি ইনশাআল্লাহ ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা উপস্থাপন করতে পারি, তাহ'লে সেদিন আর দূরে নয়, যেদিন বাংলার যমীনে বাংলার সংসদে অবশ্যই কুরআন ও হাদীছের ভিত্তিতে আল্লাহ পাকের আইন এবং শাসন সংবিধান কায়েম হবে।

আমি সম্মিলিত জনতার কাছে জানতে চাই, আপনারা কি আল্লাহ্‌র অহির ভিত্তিতে, কুরআন ও হাদীছের ভিত্তিতে এ দেশের শাসনব্যবস্থা চান? (সমস্বরে আওয়ায ওঠে-'চাই')। আপনারা কি আল্লাহ্‌র অহির ভিত্তিতে, কুরআন ও হাদীছের ভিত্তিতে এ দেশের শাসনব্যবস্থা চান? (পুনরায় সমস্বরে আওয়ায ওঠে-'চাই')। আল্লাহ তুমি আমাদের এই সম্মিলিত আওয়ায কবুল করে নাও- আমীন! ইনশাআল্লাহ এ দেশ কুরআন এবং হাদীছের ভিত্তিতে আল্লাহ পাকের প্রেরিত সত্য দ্বীন অনুযায়ী শাসিত হবে।।' আকুলু কওলী হাযা অস্তাগ্‌ফিরুল্লাহা লী ওয়া লাকুম ওয়া লি সায়িরিল মুসলেমীন। আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

www.ahlehadeethbd.org

নফল রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত

শিহাবুদ্দীন সুন্নী

সেই মহান আল্লাহ পাকের প্রশংসা, যিনি তাঁর বান্দাদের উপর পবিত্র মাহে রামাযানের ছিয়াম সাধনা ফরজ করে তাদেরকে পাপ পঙ্কিলতার আবর্জনা হতে মুক্তি লাভ করার এক সুবর্ণ সুযোগ দান করেছেন। অসংখ্য দুরুদ ও সালাম নাযিল হউক, সেই মহান সংস্কারক রাহ্মতের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর উপর, যাঁর নিরঙ্কুশ আনুগত্য ছাড়া কোন মানুষের পরিত্রাণ অসম্ভব। আমরা সবেমাত্র মাহে রামাযানের ছিয়ামব্রত পালন করে মাহে শাওয়ালে পদার্পণ করেছি। মাহে শাওয়ালসহ আর অন্যান্য মাসে কি আমাদের কোনরূপ রোজাব্রত পালনের প্রয়োজনীয়তা নেই? যারা মানুষ দেখানোর জন্য কিংবা আড়ম্বরপূর্ণ ইফতার মাহফিলের দাওয়াতের লোভে ছিয়াম পালন করে থাকেন, তারা হয়ত আর বাকী এগার মাসে রোজা রাখার আবশ্যকতা মনেই করেন না। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির আশায় ও পারলৌকিক মুক্তির আশায় ছিয়াম পালন করে থাকেন তারা ভাবেন, না জানি মাহে রামাযানের ফরজ ছিয়াম পালনে আমাদের কত ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে গেছে। সঠিক ভাবে তা পালন হয়েছে কিনা? মহান আল্লাহ তা কবুল করবেন কি না? এই ভয়ে ভয়াতুর হয়ে তারা অনুসন্ধান করেন বিকল্প কি পথ আছে(?) ফরজের সেই ত্রুটি সংশোধনের জন্য। এই সব ঈমানদার বান্দাদের মনের আকুতি আল্লাহ পাক অনেক আগে থেকেই জ্ঞাত আছেন। তাই তাদের মনোবাঞ্চা পূরণের জন্য স্বীয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ইঙ্গিত করতঃ তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর বাস্তব বিবরণ ও আচরণ দ্বারা সেই পথ উম্মুক্ত করে দিয়েছেন ইহাই হচ্ছে সুরা বাক্বারা ১৮৪ নং আয়াত।

'যারা ছিয়াম পালনে ক্ষমতাহীন হয় তারা এর বিনিময়ে দৈনিক একজন করে মিসকিনকে খাদ্য দান করবে। আর যে নফল কার্য করবে, অর্থাৎ একাধিক মিসকিনকে খাদ্য দান করবে, তবে উহা তার জন্য বহু মঙ্গলজনক হবে। আর যদি বিনিময় দেওয়ার পর তোমরা রোজাও রাখ, তবে উহা তোমাদের জন্য অতি উত্তম হবে তোমরা যদি জ্ঞানী হও'। এই আয়াতে 'যারা নফল কার্য করে' এই কথার দ্বারা ও' বিনিময় দেওয়ার পর রোজা রাখাটাই উত্তম' বলার মধ্যে নফল রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া সুরা বারাতে ১১২ নং আয়াত (আল্ হামেদীনাস্ সায়েহীনা) অর্থাৎ আল্লাহর প্রশংসাকারী ও ছিয়াম পালন কারীসহ আরো আটটি গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য শুভ সংবাদ রয়েছে। এবং সুরা আহজাবের ৩৫ নং আয়াত (আস সায়েমীনা ওয়াস সায়েমাত) শব্দদ্বয় খাস করে রোজা পালন কারী পুরুষ ও মহিলাদেরকেই বুঝায়েছে। এ আয়াতেও রোজাসহ আরো আটটি গুণ সম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষমা ও

www.ahlehadeethbd.org

বিরাট পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। এ আয়াতদ্বয় শুধু ফরজ ছিয়াম পালন কারীকেই বুঝায় না বরং নফল রোজা পালন কারীও এতে শামিল আছে। কেননা তাফসীর ইবৃন কাছিরে আস্সায়েমীন ওয়াস্ সায়েমাত শব্দের ব্যাখ্যায় সাহাবী ছাঈদ বিন জোবায়ের হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি রামাযানসহ প্রতিমাসে তিনটি করে রোজা পালন করল সে ঐ আয়াতের অন্তরর্ভুক্ত হল।

এছাড়া সুরা তাহরীমে ৫নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা পূন্যবতী মহিলাদের বর্ননা দিতে "আসসায়েহাত" শব্দ ব্যবহার করে রোজাদার মহিলাদের বুঝায়েছেন। এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে পূন্যবান হতে গেলে যতগুলি গুণের প্রয়োজন, তন্মধ্যে রোযা একটি অন্যতম গুণ। এছাড়া ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে সাহাবী আবু ছাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাছুল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একদিন রোজা রাখল, আল্লাহ পাক তার বিনিময়ে ঐ ব্যক্তি হতে দোযখের আগুন ৭০ বৎসরের পথ দুরে সরিয়ে রাখেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে আহমদ ও বায়হাকীতে সাহাবী আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে রাছুল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একদিন নফল রোজা রাখল আল্লাহ পাক তার বিনিময়ে দোযখের আগুনকে তার হতে এতদুর সরিয়ে দেন- যেমন একটি কাক বাচ্চা জন্মের পর হতে উড়তে শুরু করে ও বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত যত দুর যায়। মিশ্কাত ১ম খন্ড-১৮১ পৃষ্ঠা।

এইরূপ বহু হাদীছে নফল রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। অনেকেই অতি ভক্তি দেখাতে যেয়ে সারা বৎসর রোজা রাখেন, তাদের রোজা হয়না ইফতারও হয়না। -(বুখারী ও মুসলিম)। বরং যারা রামাযান মাসের পর. শাওয়ালের ছয় রোজা রাখেন তারা সারা বৎসর রোজা রাখার ছোয়াব পান- মুসলিম। তাই আসুন, আমরা শওয়াল মাসের ছয়সহ প্রতি মাসে তিনটি করে আইয়্যামে বিয়াজের রোজা পালন করে বার মাসই রোজা রাখার ছোয়াব হাছিল করি- মিশ্কাত।

ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় বাধা-
জাতীয় ও বিজাতীয় তাগুদ।

Contents

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ইসলামের দৃষ্টিতে কাদিয়ানী মতবাদ

অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ

ইসলাম চির সত্য ও চির সুন্দর পূর্নপরিণত সার্বজনীন যুগোপযুগী জীবন বিধান। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (ছাঃ) ইসলামকে পূর্নাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত করে রেখে গেছেন। তিনি সার্থক, সহজ, সুন্দর, সংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করে যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তা তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। তাঁর জীবনালেখ্য স্থান ও কালের দূরত্বকে ম্লান করে দিয়েছে। তাঁর জীবনাদর্শ সর্বকালের সর্বশ্রেনীর মানুষের জন্য উপযোগী ও গ্রহণযোগ্য। তিনি ছিলেন একজন জাগতিক ও আধ্যাত্মিক নির্মাতা। তিনি গঠন করেছিলেন একটি মহাজাতি এবং একটি বিশাল সাম্রাজ্য। সরলতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সাম্যই ছিল তাঁর চরিত্রের মূলভিত্তি। তিনি ছিলেন সর্ব ধর্ম সহিষ্ণু। ইসলামানুগত্যের ভিত্তিতে তিনি সর্বধর্মের মানুষকে স্বাধিকার দিয়েছিলেন। অনুপম সাধনা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বীরোচিত প্রতিবাদ, পৌত্তলিক আক্রোশ উপেক্ষা, ধৈর্য্যের সঙ্গে শত্রু-আক্রমণ প্রতিরোধ, প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। বিপদে দুর্দমনীয় সাহস, বিজয়ে অচঞ্চলতা, মহান লক্ষ্যে উচ্চাকাংখা এবং দুশমনদের নিন্দা। কুৎসা ও অত্যাচার নির্ভিকচিত্তে বরণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হয়ে তিনি মহা সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন।

মহান আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি, সাধারণভাবে সকল নবী-রসুলের প্রতি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবীরূপে হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর আবির্ভাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উপর ইসলামী সমাজের মহা সৌধ বিরচিত হয়েছে। এই ত্রিবিধ বিশ্বাসের মধ্যে শেষোক্ত অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর নবুওতের চরমত্ব প্রাপ্তির বিশ্বাস মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার সীমারেখারূপে গণ্য হয়েছে। সুতরাং নবুওতের চরমত্ব প্রাপ্তির আদর্শ যারা বরণ করে না তারা কোনক্রমেই মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর পবিত্র যবানে বলেছেনঃ 'আমার পর কোন নবী নেই'। তাঁর এ স্পষ্ট বক্তব্যের পরও যারা তাঁকে সর্বশেষ নবী বলে বিশ্বাস করেনা এবং তাঁর পরে অন্য কাউকে নবী সাব্যস্ত করার মানসে বা অন্য কোন মতলবে কু-যুক্তির অবতারনা করে সরলচিত্ত জন সাধারণকে ধোকা দিতে তৎপর, তারা দাজ্জাল ও মিথ্যুক ছাড়া আর কিছুই নয়।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর মহাপ্রয়াণের কিঞ্চিদধিক তিন মাস আগে মহান আল্লাহ ইসলামের পূর্ণতা ঘোষনা করেছেন। ইর্শাদ হচ্ছেঃ

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার

www.ahlehadeethbd.org

অনুগ্রহ-অনুকম্পা সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন-বিধান হিসাবে আমি পসন্দ করে নিলাম।" (৫ঃ ৩)

এ আয়াতটির অবতরণ বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ন। বছরের সর্বোত্তম দিন আরাফার দিবসে সপ্তাহের সর্বোত্তম দিন জুম'আর দিবস শুক্রবারে মুসলিম জনতার সর্ব প্রথম ও সর্ব বৃহৎ ঐতিহাসিক মহাসম্মাবেশে আরাফাত ময়দানে হিজরী দশম সালে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সেই মহা সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এর সাথে প্রায় দেড় লক্ষ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যাঁরা মুসলিম উম্মাহ্র প্রথম কাতারের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াতটি মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সমাপ্তিকালে নাযিলকৃত। এরপর পবিত্র কুরআনে বিধি-বিধান সম্পর্কিত আর কোন আয়াত নাযিল হয় নাই। এ আয়াতের বিষয়বস্তু ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্র জন্য বিরাট পুরস্কার, অনন্য সুসংবাদ এবং অসামান্য স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর বহণ করে। পৃথিবীতে মানব জাতিকে দ্বীনে হক এবং আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতের চূড়ান্ত মাপকাঠি প্রদানের যে অঙ্গীকার দেয়া হয়েছিল এ আয়াতের মাধ্যমে তা ষোল কলায় পূর্ণ করে দেয়া হয়।

সেই ঐতিহাসিক স্মরণীয় দিবসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) বিদায় হজ্বের ভাষণ দিতে গিয়ে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)'র উদ্দেশ্যে যে অভিভাষণ প্রদান করেছিলেন ইসলামের ইতিহাসে তার গুরুত্ব অপরিসীম। এই অন্তীম বানীতে তিনি সর্বকালের মানুষের জন্য ইসলামী রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও মানবাধিকারের মূলনীতি ঘোষণা করেছেন। এতে মানব জীবনের সার্বিক শিক্ষা রয়েছে। এ শিক্ষা সর্বকালের সর্বশ্রেনীর মানব সমাজকে সত্যিকারের মুক্তি ও শান্তির সন্ধান দিতে পারে। আফ্সোস! আজকের এই সংঘাতময় মুহূর্তেও যদি এ শিক্ষা সার্বিকভাবে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করত তা হলে প্রকৃত পক্ষেই মানব-জীবন সর্বাত্মকভাবে সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠত!

হযরত আদম (আঃ)'র আমল থেকে দ্বীনে হক ও হেদায়েতের অবতরণ শুরু হয়ে যুগ-যুগান্তর ধরে প্রতিটি ভূ-খন্ডের অবস্থানুযায়ী আদম-সন্তান আল্লাহ-প্রদত্ত সে নে'মত লাভ করে আস্ছিল। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) এবং তাঁর উম্মতকে তা পূর্ণ পরিণতরূপে প্রদান করা হলো। পূর্নাঙ্গ ইসলামী জীবন-বিধানে এরপর আর কোন সংযোগ বিয়োগের অবকাশ থাক্ছেনা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের দ্বীনও তাঁদের নিজ নিজ যুগে পরিপূর্ণই ছিল, কোনটাই অসম্পূর্ণ ছিলনা। কিন্তু সার্বিকভাবে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (ছাঃ)'র প্রদর্শিত ও অনুসৃত ইসলামী জীবন-বিধান, এটা সর্ব স্বীকৃতই বলা যায়। এ পূর্নাঙ্গ ও পুর্ণপরিণত ইসলামী জীবন বিধান অবিকৃত ও অপরিবর্তিতরূপে পৃথিবীর শেষ দিবস কিয়ামত কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকবে। পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীছ মুসলিম উম্মাহ্কে অনুরূপ পথ নির্দেশ প্রদান করছে। এতে করে নবুওতে মুহাম্মদীর সার্বভৌমত্ব ও চরমত্ব প্রাপ্তির স্বীকৃতি সন্দেহাতীতভাবেই পাওয়া যায়। পূর্ণ পরিণত

www.ahlehadeethbd.org

জীবন বিধান দ্বীনে ইসলামের পথ নির্দেশক, বাহক, ব্যবস্থাপক ও প্রচারক বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)'র নবুওত ও রিসালাতের সার্বভৌমত্ব ও চরমত্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুক্তির নিরিখে এবং অকাট্য দলীল-প্রমানে স্বীকৃত ও সু-সাব্যস্ত হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করেই ইসলামের অমরত্ব, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)'র বিশ্বজনীন নেতৃত্ব এবং মুসলিম জাতির প্রাধান্যের আকীদাগুলো গড়ে উঠেছে। ঈমানীয়াতের এ মৌলিক ভিত্তি প্রস্তর নরবড়ে হয়ে গেলে মুসলিম উম্মাহ্র গগনস্পর্শী প্রাসাদ মিসমার হয়ে যাবে। বস্তুতঃ নিখিল বিশ্বে মানুষের হেদায়েতের লক্ষ্যে প্রেরিত আল্লাহ্র নবী-রাসুলগণের মধ্যে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছঃ)ই সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ট। তাঁর পরে আর কোন নবী-রাসুলের আবির্ভাব ঘট্বে না, প্রয়োজনও নেই। তিনি খাতিমুণ নাবীয়্যীন- সর্বশেষ নবী। মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

"মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষ মানুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী" (৩৩ঃ ৪০)

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) মুসলিম উম্মাহ্র কোন পুরুষ মানুষের পিতা নন, একথা বাস্তব সত্য। অবশ্য তিনি মুসলিম উম্মাহ্র জনক হিসাবে সকলেরই আধ্যাত্মিক পিতা-উম্মতের জনগণ সবাই তাঁর মানস সন্তান। পরবর্তী কিয়ামত কাল পর্যন্ত গোটা মানব সমাজই তাঁর উম্মতভুক্ত। তাঁর উম্মতের সংখ্যা অন্যান্য উম্মতের চেয়ে অনেক বেশী হবে। উম্মতের সংখ্যাধিক্যে তিনি গর্ব বোধ করবেন। তাঁর পরে আর কোন ওহী আস্বে না, কোন নবী-রাসূলেরও আগমন ঘট্বেনা। কিয়ামতকাল পর্যন্ত উদ্ভূত যাবতীয় যুগজিজ্ঞাসা ও সমস্যাবলীর উত্তর ও সমাধান তিনি দিয়ে গেছেন। উম্মতের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেনঃ 'আমি তোমাদের জন্য এমন উজ্জ্বল ও জ্যোতির্মান পথ রেখে গেলাম যেখানে দিবা-রাত্রি দু'টোই সমান-বিভ্রান্তির কোন আশংকা নেই।' বস্তুতঃ তিনি সর্বশেষ আগমনকারী নবী এবং নবী-কূলের আগমন ধারা সমাপ্তকারী।

হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবৃন কাসীর রহঃ বলেছেন, এ আয়াতটি অকাট্যভাবে প্রমাণ করছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছা)ঃ'র পর আর কোন নবী নেই। নিখিল মানব সমাজের জন্য বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)'র আগমন আল্লাহর অফুরন্ত করুনার মহত্তম নিদর্শন। নবী রাসূলদের সকলের শেষে তাঁকে প্রেরণ করে এবং তাঁর মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীনে ইসলামকে পূর্নতা দান করে মহান আল্লাহ তাঁর করুণাকে বিকশিত করেছেন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)'র পর আর কোন নবী নেই। এ ঘোষণার সাহায্যে মানব সমাজকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)'র পর যে কেউ নবুওতের দাবীদার হবে সে মিথ্যুক, প্রবঞ্চক, ধোকাবাজ, স্বয়ং পথভ্রষ্ট এবং অন্যান্যদের বিভ্রান্তকারী। সে যতই অলৌকিক কান্ডকীর্তি, ভেল্কীবাজী, রংবেরঙ্গের যাদু, যৌগিক কীর্তিকলাপ ও মন্ত্রবল প্রকাশ করুক না কেন- সমস্তই অসার, বাতিল ও বিভ্রান্তিকর।

www.ahlehadeethbd.org

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)'র আবির্ভাবের পর তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সহকর্মীরূপে এবং তাঁর মহাপ্রয়াণের পর তাঁর প্রতিচ্ছায়ারূপে কিংবা স্বাধীনভাবে কোন নূতন নবীর আগমন সম্ভাবনাকে ইসলাম স্বীকার করে না। যারা তাঁর পরে অন্য কোন নবী বা ঐশীবাণী বাহকের আবির্ভাবের সম্ভাবনায় আস্থাশীল তারা বিধর্মী ও কাফির। তাদের কণ্ঠ থেকে ঈমান ও ইসলামের দাবী যত বলিষ্ঠভাবেই উচ্চারিত হোক না কেন, আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)'র প্রশংসায় তারা যতই পঞ্চমুখ থাকুক না কেন- তাদের সর্বপ্রকার দাবী ও উচ্ছ্বাস অন্তঃসারশূণ্য এবং নিরর্থক; তারা কখনো মুসলিম উম্মাহ্র অন্তর্ভূক্ত হতে পারেনা।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)'র নবুওতের পরিসমাপ্তির অকাট্য ও সর্বসম্মত মতবাদ যাদের অন্তরে শেলবিদ্ধ করেছে আর যারা তাঁর পরও ভুঁইফোড় কিংবা কপোল কল্পিত নবুওতের ডংকা নিনাদিত করে বেড়াচ্ছে এবং তাদের স্বপ্নবিলাসকে অস্বীকার করার অপরাধে বিশ্ব মুসলিমকে কাফির বানানোর অপবিত্র স্পর্ধায় অধীর হয়ে উঠেছে তারা যে ইসলামের প্রকাশ্য দুশমন একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘোষনা করেছেনঃ "আমার উম্মতের মাঝে ত্রিশজন মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘট্বে, তারা প্রত্যেকেই নবী বলে দাবী করবে, অথচ আমি নবীদের সমাপ্তকারী- আমার পর আর কোন নবী নেই।" -আহমদ, আবুদাউদ, তিরমিজী প্রভৃতি।

এতদ্সত্তেও বাস্তবে নবুওতের মিথ্যা দাবী নিয়ে অনেকেই উত্থান করেছে। পরিণামে কিন্তু তাদের যাবতীয় অপচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)'র সাফল্য দেখে তারা ভেবেছিল যে, নবী হওয়া ইহলৌকিক সমৃদ্ধি ও উন্নতির একটি উত্তম পন্থা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)'র জীবদ্দশাতেই নবুওতের সুবর্ণ যুগে ইয়ামামায় মোসায়লামা কায্যাব এবং ইয়ামনে আসওয়াদ আনসী নবুওতের দাবী উত্থান করেছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)'র চরিত্র বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে তারা বিশেষ সুবিধা করে উঠ্তে পারেনি। রসূলুল্লাহ ছঃ'র মহাপ্রয়ানের পর তাদের আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠে। নজদে তোলায়হা আসাদী এবং ইরাকে সাজাহ নাম্নী জনৈকা মহিলাও নবুওতের দাবী নিয়ে উত্থান করে। সাজাহ মোসায়লামার সাথে দাম্পত্য প্রণয়ে আবদ্ধ হয়ে একযোগে নবী হবার অপচেষ্টায় মেতে উঠে। এসব ভন্ড নবীদের সমর্থনে বিরাট বিরাট দল জোট বেঁধেছিল। মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) দৃঢ় সংকল্প এবং সাহসিকতাপূর্ণ উদ্যোগ নিয়ে তাদের দমন করেছিলেন।

ভন্ড নবীদের দমন করতে গিয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়, কুরআনের হাফিযদের একটি বড় অংশ সমেত বহু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) শাহাদত বরণ করেন এবং রাজনৈতিকভাবেও মারাত্মক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। ভন্ড নবীদের দমনে যে সব বীর বাহাদুর সেনানায়ক তাঁদের বাহিনী নিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে খালিদ ইবনে ওলীদ, ইকরামা বিন আবু জাহ্ল, সুরাহা বিল ইবনে হাসানা এবং আমর ইবনে

www.ahlehadeethbd.org

আসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তদানীন্তন ভন্ড নবীদের মধ্যে মোসায়লামা ও আসওয়াদ আনসী নিহত হয়, সাজাহ বসরায় পলায়ন করার পর মৃত্যু বরণ করে এবং তোলায়হা প্রথমতঃ পলায়ন করে, পরে তওবা করে ইসলামে দীক্ষিত হয়। ভন্ড নবীদের মূলোৎপাটন ইসলামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা এবং হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)'র অসম সাহসিকতার এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন।

পূর্ণ পরিণত জীবন বিধান দ্বীনে ইসলাম এ পর্যন্ত বহু চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করে সগৌরবে টিকে আছে এবং চিরকাল থাক্বে। বিভিন্ন যুগে ইসলামের বহু দুশমন মাথা চাড়া দিয়ে উঠে তাকে নস্যাৎ করার প্রাণপন অপচেষ্টা চালিয়ে গেলেও তাতে ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে আরো বেশী। খেলাফতে রাশেদার পরবর্তী বিভিন্ন যুগেও কোন কোন উচ্চাভিলাষী নবুওতের দাবী নিয়ে উত্থান করে চরমভাবে ব্যাহত হয়েছে। ভাগ্য বিড়ম্বিত এই দুষ্ট দুরাচারদের ফিরিস্তী দিয়ে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি না করে আমার বক্তব্য বিষয়ের দিকে ফিরে আসাই অধিক সঙ্গত মনে করছি।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)'র নবুওতের শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য, ইসলামী জীবন বিধানের পূর্ণতা প্রাপ্তির অকাট্য প্রমাণ, জ্ঞান যুগের অভ্যুদয়ের জ্বলন্ত নিদর্শণ এবং জাতীয় ভাবাদর্শের কেন্দ্রীয় নীতি নবুওতে মুহাম্মদীর চরমত্ব প্রাপ্তির প্রতি অপরিহার্য্য ঈমানের মুলে কুঠারাঘাত হেনে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মনগড়া নবুওতকে প্রতিষ্ঠা করার দূরভিসন্ধিতে পাঞ্জাবী নবীর উম্মতরা ছলে বলে কলে কৌশলে প্রকাশ্য কুরআন ও সহীহ হাদীছের দলীল প্রমাণগুলোর অপব্যাখ্যায় মেতে উঠেছে।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে পাক-ভারত-বাংলা-উপমহাদেশে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নবুওতের মিথ্যা দাবী উত্থাপন করে পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের মাধ্যমে বিভ্রান্তির জাল বিস্তার করেছে। তার আন্দোলন আহমদী বা কাদিয়ানী আন্দোলন নামে প্রসিদ্ধ। এ কাদিয়ানী আন্দোলনও ইসলামের বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ। এ আন্দোলন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)'র শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য খত্মে নবুওতের আকীদার বিরুদ্ধে নব-নবুওতের দাবী তুলে ইসলামের মর্মমূলে আঘাত হেনেছে। এ আন্দোলনটি প্রথমে হিন্দ্ উপমহাদেশের পাঞ্জাবে সীমিত থাকলেও পরবর্তী কালে এ আন্দোলনের হোতারা বিশ্বের মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় আদা পানি খেয়ে লেগে গেছে। কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী খাঁটি কোন মুসলিম ব্যক্তি এটা বরদাশ্ত করতে পারেনি।

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর দাবীগুলো উপমহাদেশের সকলেই কম বেশী অবহিত রয়েছেন। তার দাবীগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- তিনি নাকি ভাগ্যবান মাহ্দী, তিনি নাকি প্রতিশ্রুত মসীহ, তিনি নাকি আল্লাহর সাথে বাক্যালাপকারী আর তিনি নাকি নবী ও রাসূল। বস্তুতঃ তার গোটা জীবনটাই অপরের কাছে নিজের ব্যক্তিত্বের বাহাদুরী প্রকাশে কেটে গেল। তিনি জীবনভর একথাই বল্তে থাকলেন যে, তার আহবানে নাকি প্রতিটি

মুসলিমের, এমনকি প্রতিটি মানুষের সাড়া দেয়া কর্তব্য। যেহেতু মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সমগ্র বিশ্ববাসীকে তার প্রতি ঈমান পোষণ করার আহবান জানিয়েছেন, তাই বিদ্বান ব্যক্তিরা তার দাবীগুলো যাচাই বাছাই করতে গিয়ে বহু বই পুস্তক লিখেছেন। তন্মধ্যে আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) বিরচিত 'তা'লীমাতে মির্যা' নামক উর্দু পুস্তিকাটি উল্লেখের দাবী রাখে। পুস্তকটি বাংলায়ও অনূদিত এবং প্রকাশিত হয়েছে।

চারিত্রিক সৌন্দর্য্য প্রতিটি ব্যক্তির-বিশেষ করে প্রত্যেক সংস্কারকের জন্য আবশ্যক। নবী-রাসূলগণ যেহেতু বিশ্ব জনতার পথ প্রদর্শক ও আদর্শ হয়ে থাকেন কাজেই তাঁদের চরিত্র মহিমাও উচ্চ ধরণের হয়ে থাকে। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর দাবীগুলোর প্রেক্ষিতে তার চরিত্র উচ্চমানের হওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, আমরা পাচ্ছি তাকে নিকৃষ্ট ও অতি নিম্নমানের চরিত্রের অধিকারী। মির্যা সাহেব তার 'আয়েনায়ে কামালাত' গ্রন্থের ৫৪৭ পৃষ্ঠায় বলেছেনঃ 'বারবনিতা নারীদের সন্তান (হারামযাদা) ছাড়া সব মুসলমান আমাকে কবুল করে ও আমার দা'ওয়াতকে স্বীকার করে নেয়।' তার এ বক্তব্যটি কত ঘৃণ্য পাঠক মাত্রই তা অনুধাবন করতে পারেন। তিনি তার 'মাকতুবাতে আহমাদীয়া' গ্রন্থের (৩) ২৮ পৃষ্ঠায় বলেনঃ "তোমরা কি জাননা যে, পৌরুষ ও ব্যক্তিত্ব মানুষের অন্যতম সৎগুণ, কাপুরুষ হওয়া কোন সৎ গুণ নয়; যেমন কালা ও বোবা হওয়া সৌন্দর্য্যের মধ্যে পরিগণিত নয়। হ্যাঁ তবে এ মস্ত বড় অভিযোগ যে, হযরত মসীহ আঃ পৌরুষের উচ্চতর গুণ হতে বঞ্চিত থাকার কারনেই স্ত্রীদের সাথে প্রকৃত ও পরিপূর্ণ সৎ জীবন যাপনের কোন আদর্শ স্থাপন করতে সক্ষম হননি। এ জন্য ইউরোপের নারীরা অত্যন্ত নির্লজ্জ স্বাধীনতার সুযোগ লাভ করতে গিয়ে ন্যায়নীতির সীমা থেকে দূরে সরে পড়েছে এবং শেষ পর্য্যন্ত অবর্ণনীয় অপরাধ ও পাপ বিস্তার লাভ করেছে।"

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর কত বড় দুঃসাহস! তিনি আল্লাহর বিশিষ্ট রাসূল হযরত মসীহ ঈসা (আঃ) কে কাপুরুষ ও অকর্মণ্য বলে অভিযুক্ত করতে পারলেন। শুধু তাই নয়, উল্লেখিত গ্রন্থের (৩) ২৩ ও ২৪ পৃষ্ঠায় মির্যা সাহেব হযরত ইসা আঃ সম্পর্কে বলতে গিয়ে এমনও বলেছেন যে, তিনি ছিলেন একজন ভক্ষক, পানাসক্ত, ও মদ্যপায়ী- সাধুও নন, তাপসও নন, অথচ হকের দাবীদার। মির্যা সাহেব তার বিরোধীদেরকে অবৈধ সন্তান, জঙ্গলের শুকর প্রভৃতি অশালীন গালাগালের মাধ্যমে তার রোষানল চরিতার্থ করতেন। এ হেন যার চরিত্র, তিনি কেমন করে নবী বা রাসূল হিসাবে আবির্ভূত হতে পারেন? অনুরূপ দুশ্চরিত্র ও দুষ্ট দুরাচার ব্যক্তি কি সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন?

আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) তাঁর তথ্য সমৃদ্ধ গবেষণামূলক গ্রন্থ 'নবুওতে মুহাম্মদী' চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে 'মসীহে মওউদ' বলে কথিত কাদিয়ানী ভন্ড নবীর পরিচয় দিয়ে বলেছেনঃ

"পাঞ্জাবের কাদিয়ান গ্রামে ভূমিষ্ট জনৈক মুগল জনাব মীর্যা গোলাম আহমদ সাহেব যার

www.ahlehadeethbd.org

নিজের নামও ঈসা নয় যার মায়ের নামও মরঈয়ম নয়, যিনি স্বপ্নেও কোন দিন সিরিয়া পরিভ্রমণ করেন নাই, তিনি যুগপৎভাবে মরঈয়মের পুত্র ঈসা আর মাহদী হবার শওক করে বসলেন আর আমরণ ঢোল পিটে গেলেন যে; তাঁহার অলীক নবুওত আর ভুঁইফোড় মহদিয়ত স্বীকার না করা পর্যন্ত মুহাম্মাদ মোস্তফার (ছাঃ) প্রতি ঈমান কায়েম করার কানাকড়িও দাম নেই। মুসলিম জাতি এবং তাদের নেতার সাহায্য ও সাহচর্য্যের সম্পূর্ণ বিপরীত তিনি দাজ্জালী বৃটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব কল্পে আলমারী বোঝাই করে পুস্তকাদি রচনা করলেন। আলমে ইসলামকে কাফের জাহান্নামী এবং তাঁদের নেতাদিগকে 'হারামযাদা' প্রতিপন্ন করার সাধনায় তাঁর জীবন নিঃশেষিত হল।" নবুওতে মুহাম্মদীঃ ২৬৫-২৬৬ পৃষ্ঠা।

তিনি বিভ্রান্ত কাদিয়ানী উম্মতের উদ্দেশ্যে বলেছেনঃ "কাদিয়ানীদের সাথে আমাদের মতানৈক্য অসূলে দ্বীনের আকীদা- যে আকীদার উপর ঈমান ও কুফ্‌রের ভেদরেখা বিরচিত হয়েছে। ইহা কারো মুখের কথা, কাব্য, স্বপ্ন বা কাশ্‌ফ ও ইলহাম দ্বারা সাব্যস্ত হবার নয়। আমরা ইজ্‌তিহাদের সচলতা স্বীকার করি কিন্তু ঈমানিয়াত শুধু অকাট্য কুরআন (মুহাক্কামাত) ও পৌনঃপুনিক (মুতাওয়াতর) হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হবে। যদি উল্লেখিত প্রমাণ পদ্ধতির সাহায্যে রাসূলুল্লাহ্‌র (ছাঃ) পরও নবুওতের সিলসিলা সচল থাকা কাদিয়ানী সাহেবান সাব্যস্ত করতে পারেন, আমরা অবশ্যই তা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করব এবং সে সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য পেশ করতে চেষ্টা করব-ইন্‌শায়াল্লাহ।"-নবুওতে মুহাম্মদীঃ ২৮৭ পৃঃ

তথাকথিত আহমদী নবী মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী স্বরচিত হাকীমাতুল ওয়াহী, খুৎবায়ে ইল্‌হামীয়াহ, আয়েনায়ে কামালাত, আন্‌জামে আতহুম প্রভৃতি গ্রন্থাবলীতে যে সব পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পেশ করেছেন তার মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপঃ

১। আমার এই পা' সেই স্তম্ভের উর যেখানে সকল উচ্চতা খতম হয়ে গেছে।

২। আমার সিংহাসন সব সিংহাসনের উপরে স্থাপিত হয়েছে।

৩। আমার আগমনে পূর্ববর্তীদের সূর্য্য ডুবে গেছে।

৪। আমি স্বপ্নে দেখ্‌লাম, আমি আল্লাহ হয়ে গেছি। আমি বিশ্বাস করলাম যে, আমি প্রকৃতই আল্লাহ। তারপর আমি আসমান-যমীন প্রভৃতি সৃষ্টি করলাম।

৫। আল্লাহ আরশে অবস্থান করে আমার প্রশংসা করেন।

৬। আমি আল্লাহর কাছে তাঁর সন্তানদের সমতূল্য।

৭। যে মুসলমান আমাকে মানে না সে হারামযাদা বা জারজ।

৮। আমি মৃতকে জীবনদান এবং জীবন্তকে মৃত্যু দান- করার ক্ষমতা প্রদত্ত হয়েছি।

৯। 'সে নিজের ইচ্ছামত কথা বলে না' এই কুরআনী উক্তির তাৎপর্য আমি।

১০। মনে রাখ্‌বে-আমার সাথে আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে এবং আমার অন্তরে আল্লাহর 'রূহ' কথা বলে।

www.ahlehadeethbd.org

বস্তুতঃ মির্যা সাহেবের পরস্পর বিরোধী উক্তি গুলোর ফিরিস্তী বহু বিস্তৃত। তার বর্ণনার আদ্যোপান্তই বিশৃংখল। আসলে তার মস্তিষ্ক এরূপ বিকারগ্রস্থ ছিল যে, তাতে স্মৃতিশক্তি মোটেই ছিলনা। মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

"তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করে দেখেনা? যদি তা আল্লাহ ছাড়া অপর কারো পক্ষ থেকে হত তবে তাতে তারা বহু বৈপরীত্য দেখ্‌তে পেত।" (৪ ঃ ৮২)

পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর বাণী হিসেবে যাবতীয় ত্রুটি, পার্থক্য ও স্ববিরোধিতা থেকে যেমন মুক্ত ও পবিত্র, তেমনি আল্লাহর প্রেরিত নবী রাসূলদের বানীও অনুরূপ ত্রুটি-পার্থক্য-স্ববিরোধীতামুক্ত। কিন্তু প্রবঞ্চক, মতলবরাজ, ভন্ড ও মিথ্যুক মির্যা সাহেবের কথাগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে না হওয়ার কারণে তাঁতে পরস্পর বিরোধীতা, মারাত্মক ত্রুটি বিচ্যুতি ও আসমান-যমীন পার্থক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের লোকেরা উদারতার ভান করে মুসলিম সমাজের চোখে ধুলি নিক্ষেপ করতে চায়। তাদের স্বরূপ মুসলিম জনতার কাছে উদঘাটিত হয়ে গেছে। তাদের মনে রাখা উচিত যে, মুসলিম জনতাকে বোকা বানানোর অপচেষ্টা দুরাশা ও মিথ্যার ছলনা মাত্র। কাদিয়ানীদের মতবাদ বিশ্বমুসলিম জনতার সমর্থিত নয় বলেই তাদের গৃহ পালিত নবুওতের দরবার থেকে পৃথিবীর মুসলিম জনতাকে কাফির প্রতিপন্ন করা হচ্ছে।

যে সম্প্রদায়ের অনুসরনীয় নবী অনুরূপ দুশ্চরিত্র সে সম্প্রদায় সম্পর্কে আমাদের বলার আর কিইবা থাক্‌তে পারে? ভন্ড, লম্পট, মিথ্যুক, প্রবঞ্চক, মতলববাজ ও বিকারগ্রস্ত তথা কথিত নবীর যারা উম্মত তাদের আদর্শ ও অনুরূপ হওয়াই একান্ত স্বাভাবিক। কাজেই আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে বল্‌বো- আহমদী বা কাদিয়ানী মতবাদের ইসলামের সাথে কোনরূপ সম্বন্ধ-সংশ্রব নেই- থাক্‌তেও পারেনা। তারা কোনক্রমেই মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভূক্ত নয়।

মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ভক্তরা আমাদেরকে দুশমন ভাবতে পারে। আসলে আমরা তাদের দুশমন নই, বরং আমরা তাদের শুভাকাংখী। 'আম্‌র বিল্ মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনিল মুনকার' এর দায়িত্ব পালন কর্‌তে গিয়ে আমরা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ কল্পে আমাদের জদ্দ ও জিহাদ চালিয়ে যেতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অভ্রান্ত সত্যের মোকাবেলায় অসত্য ও অন্যায় পরিহার করা প্রতিটি মানুষের নৈতিক দায়িত্ব।

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়। ইহা নির্ভেজাল তাওহীদি আন্দোলনের নাম।

গণতন্ত্র ও ইসলাম

আহমদ শরীফ
কুমিল্লা জেলা

গণতন্ত্র ঃ গণতন্ত্রের ইংরেজী প্রতিশব্দ Democracy গ্রীক শব্দ Demos এবং Kratia থেকে ইংরেজী প্রতিশব্দ Democracy এর উৎপত্তি। Demos শব্দের অর্থ জনগণ এবং Kratia শব্দের অর্থ শাসন- অর্থাৎ শব্দগত অর্থে গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে "জনগণের শাসন ব্যবস্থা"। প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্রের অর্থ মানে জনগণের মতবাদ।

তবে বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন। এ সংজ্ঞাটি সংক্ষিপ্ত ও আধুনিক যুগে খুবই জনপ্রিয়। তার মতে- "Democracy is a Goverment of the people by the people and for the people," অর্থাৎ গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা পরিচালিত এবং জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডাউসি গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন- "Democracy is a system of Goverment in which Governing body is Comparatively large fraction of the total population. অর্থাৎ "গণতন্ত্র হচ্ছে এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যেখানে শাসকগণ তুলনামূলকভাবে জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশের সাথে-জড়িত।"

গণতন্ত্রের মূলভিত্তিঃ

জনগণের মস্তিস্ক প্রসূত জনগণের দ্বারা গৃহীত সংখ্যাগরিষ্ট দলের চুড়ান্ত সিদ্ধান্তই গণতন্ত্রের মূলভিত্তি। জনগণের অধিকাংশ নয় বরং বহু দলের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ট দলের সিদ্ধান্তই এ মতবাদের মূল। বহুদলীয় এ মতবাদে ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, পাপ-পূন্যের আদর্শিক কোন ভিত্তি নেই। নেই ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ নির্ধারনের সার্বজনীন মানদন্ড।শাসক শ্রেণীর দলীয় স্বার্থের নিরিখেই বৈধ-অবৈধ, ভাল-মন্দের বিচার করা হয়।

গণতন্ত্রে আইনের উৎসঃ

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সার্বজনীন ও শাশ্বত আইনের উৎস নেই। বরং এ মতবাদ শাসনতান্ত্রিক আইন সম্পূর্ণ মানব রচিত ও অনিশ্চিত। সার্বজনীন ও শাশ্বত আইনের উৎস না থাকায় আইনের শাসনের পরিবর্তে শাসক শ্রেণীর স্বার্থের নিরিখে রচিত আইনে জনগণ শাসিত হয়। আদর্শিক মানদন্ডহীন এ মতবাদে শাসক শ্রেণীর ইচ্ছায় সময়ের পরিক্রমায় বার বার আইনের সংশোধনী আনতে পারে।

www.ahlehadeethbd.org

গনতন্ত্রে জনগণের স্বার্থঃ

জনগণের স্বার্থ এ মতবাদে তুচ্ছ; বরং দলীয় স্বার্থই বিবেচ্য বিষয়। কেননা গণতন্ত্রে শাশ্বত আইনের কোন উৎস না থাকার কারণে পরিবর্তনশীল। এ মতবাদে শাসক শ্রেণীর পরিবর্তন ঘটলে নতুন ভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল-দলীয় স্বার্থের তাগিদে পূর্বে রচিত আইনের সংশোধনী আনতে পারে। ফলশ্রুতিতে জনগণের স্বার্থ দলীয় স্বার্থের নিকট পরাজিত হয়ে যায়।

গণতন্ত্রে জনসাধারনের ঐক্যঃ

গণতন্ত্র হচ্ছে ব্যক্তির মস্তিস্ক প্রসূত ব্যক্তি কেন্দ্রিক মতবাদ। ব্যক্তির চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে ব্যাঙের ছাতার মত অসংখ্য দল গঠনের অবকাশ রয়েছে এ মতবাদে। এ মতবাদ যত প্রার্থী তত দলে বিশ্বাসী। ফলশ্রুতিতে জনসাধারনের বহুদলে বিভক্ত হয়ে গোষ্ঠীগত দলীয় কোন্দলের আবর্তে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, হিংসা-বিদ্বেষে পরস্পর ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে যায়। এর করুণ পরিণতিতে মানুষে মানুষে ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বিনষ্ট হয় এবং জনসাধারণকে স্বার্থপর হয়ে বহুদলে বিভক্ত করতে প্রেরণা যোগায়।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাঃ

গণতন্ত্র জনগণের শাসন নয় বরং দলীয় শাসন ব্যবস্থা। বহুদল ভিত্তিক এ মতবাদে জনগণের শাসনের নামে চলে দলীয় শাসন। শাসক শ্রেনীর খেয়ালী স্বার্থ ও দ্বন্দ্ব জড়িত স্বার্থপর দলীয় আইনে সমস্ত জনগণ শাসিত হয়। এ মতবাদ শাসক শ্রেণীর স্বার্থের সাথে জড়িত থেকে খেয়ালী স্বার্থের নিকট পরাজিত।

গণতন্ত্রে শাসনতান্ত্রিক আইনের অনিশ্চয়তাঃ

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইনের শাসন সার্বজনীন ও শাশ্বত নহে। কেননা বহুদলীয় এ মতবাদে যে দল যখনই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, সে দল তখনই দলীয় স্বার্থের অনুকুলে এ মতবাদে আইনের সংশোধনী এনে আইনের পরিবর্তন, সংযোজন ও বিয়োজন করতে পারে। এ অবস্থায় জনগণের স্বার্থ তুচ্ছ হয়ে শাসক শ্রেণীর ক্ষমতায় টিকে থাকাই প্রধান ও মূখ্য হয়ে দাঁড়ায়। শুধু তাই নয় ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য আইনের প্রশ্ন নিরর্থক হয়ে সংবিধানের রদবদল কোন মারাত্মক ব্যাপার হয়না।

আইনের অধীনে না থেকে স্বার্থের তাগিদে আইন হাতে তুলে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করা যায়। এ মতবাদে আইন শাসক শ্রেণীর হাতের মুঠোয় থাকে। ফলশ্রুতিতে শাসক শ্রেণী দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতায় হারিয়ে যায়।

গণতন্ত্রে জনগণ নয় বরং দলীয় ক্ষমতাই প্রধানঃ

গণতন্ত্রে শাসকশ্রেণী স্বার্থ ও নেতৃত্বের অন্ধ মোহে প্রলোভনের মাধ্যমে জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস বলে ঘোষনা করে। প্রকৃত পক্ষে জনগণের ক্ষমতার দোহাই দিয়ে আইনের শাসনের নামে এ মতবাদ দলীয় স্বার্থের শাসন চালু করে। জনগণকে সন্তুষ্ট করার মানসে

www.ahlehadeethbd.org

জনগণকে ধোকায় ফেলে সর্বোচ্চ ও সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে এ মতবাদ জনগণকে আল্লাহর আসনে বসায়। বরং "আল্লাহই সকল ক্ষমতার উৎস" এ শাশ্বত সত্যকে পদদলিত করে "জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস" এ শেরেকী মন্ত্র ঘোষনা করে।

গণতন্ত্রে নেতৃত্ব গ্রহনঃ

গণতন্ত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ জনসাধারণের অভিমতে নহে বরং প্রার্থীর অভিমতই কার্যকর। জনসাধারণের অভিমতে নেতা নির্বাচন নয় বরং নেতার অভিমত জনগণতে মেনে নিতে হয়। জনগণের অভিমত গ্রহণ না করে প্রার্থী স্বীয় অভিমত জনগণের উপর প্রয়োগ করে।

নেতা নির্বাচনে প্রচলিত পন্থায় ভোট দেয়ার সময়ও জনসাধারণের নিজস্ব কোন অভিমতই থাকে না।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নেতৃত্ব নির্বাচনে প্রার্থীর অভিমতকে মিথ্যাচার, প্রলোভন ও হঠকারিতার মাধ্যমে জনসাধারণকে গ্রহণ করানো হয়। জনসাধারণের অভিমত বলতে কিছুই নেই বরং বহুদলের বিভিন্ন প্রার্থীর অভিমতকে নানা প্রলোভন ও অপকৌশলে জনসাধারণকে গ্রহণ করিয়ে জনসাধারণের ঐক্য ও সম্প্রীতিকে দলীয় কোন্দলের আবর্তে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করা হয়। ফলশ্রুতিতে দেশের সকল অঙ্গণে গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচনের কারণে দলীয় রেষারেষিতে এক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। গণতন্ত্রে জনসাধারণের অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচন নয় বরং বহু দলের মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের মতামতের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচন।

গণতন্ত্রকে অধিকাংশ জনগণের রায়ের মতবাদ বলা হলেও প্রকৃত পক্ষে তা নয়। বরং বহুদলের অথবা বহু প্রার্থীর মধ্যে সংখ্যার হিসাবই বিবেচ্য বিষয়। অর্থাৎ নির্বাচনে যদি ১০ জন প্রার্থী থাকে তাহলে যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশী ভোট পায়, সেই বিজয়ী হয়। কিন্তু আর বাকী নয় জনের ভোট যদিও বিজয়ী প্রার্থীর ভোটের তুলনায় অনেক গুণ বেশী হয়।

তাই এ মতবাদে জনসাধারণের অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে নেতা নির্বাচন নয় বরং বহুদলের মধ্যে সংখ্যা লঘিষ্ঠ জনগণের মতে নেতা নির্বাচন বলাই শ্রেয়। গণতন্ত্রে নেতৃত্ব গ্রহণে গুণের চেয়ে সংখ্যার উপর বেশী গুরত্ব দেয়া হয়। ফলে সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামত ভুল ও মিথ্যা হলেও গ্রহণ করা হয়। আর সংখ্যা লঘিষ্ঠের মতামত সঠিক ও সত্য হলেও গ্রহণ করা হয়না।

গণতন্ত্রে অশিক্ষিত ও অযোগ্যের শাসনঃ

গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি শাসক শ্রেনীর স্বার্থে তৈরী। গণতন্ত্রে নেতৃত্ব লাভের জন্য স্বঘোষিত প্রার্থী হওয়া যায়। জনসাধারণের অভিমতে অধিকতর যোগ্য ও গুণ সম্পন্ন ব্যক্তির নেতৃত্ব গ্রহণের পথ অবরুদ্ধ। কেননা ব্যক্তিগত ঘোষণা, অর্থ ও ক্ষমতাই প্রার্থী মনোনয়ণের পূর্বশর্ত। ফলে সমাজের বিত্তশালী ও উচ্চাভিলাষী শাসক শ্রেনীর ব্যক্তিরাই এ মতবাদে নেতৃত্ব গ্রহণে সামর্থ্যবান, যদিও তাদের মধ্যে নেতৃত্ব গ্রহণের অযোগ্যতা বিদ্যমান থাকে।

www.ahlehadeethbd.org

গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতিতে যোগ্যতা ও গুণের মূল্য তুচ্ছ। তাই অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতন্ত্রকে মূর্খের শাসন বলে অভিহিত করেছেন।

"Damocracy is the rule of the fools. এক কথায় বলা যায়- গণতন্ত্র অশিক্ষিত ও অযোগ্যের শাসন কায়েম করে।

গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতিতে ভোটারের যোগ্যতাঃ

গণতন্ত্রে জন্মগত অধিকারের ভিত্তিতে সকল নাগরিক ভোট দানের যোগ্যতা অর্জন করে। ভোটাধিকার প্রয়োগ অর্থাৎ প্রার্থীর অভিমতে সমর্থণ যোগাতে পারে। ফলে জ্ঞানী, শিক্ষিত, নিরেট মূর্খ, চোর, ডাকাত, ফাসেক সকলেই নেতা নির্বাচনে সমান অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতিতে যারা ভোটার তাদের যোগ্য অযোগ্য বাছাই, ভাল-মন্দ যাচাই করার ক্ষমতা থাকার তেমন গুরুত্ব নেই। ফলে স্বার্থবাদী অযোগ্য প্রার্থী স্ব-ইচ্ছায় প্রার্থী হওয়ার সুযোগে অর্থের প্রাচুর্যে দূর্নীতির সুযোগ গ্রহণ করে মূর্খ, জাহেল, ফাসেক, চোর-ডাকাতকে স্বমতে নিয়ে নেতৃত্বের আসন লাভ করতে পারে। কাজেই এ মতবাদে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা অনিশ্চিত ও অসম্ভব প্রায়।

ইসলামঃ

ইসলাম আরবী শব্দ। এটা তিন অক্ষর সমন্বিত ধাতু থেকে গঠিত। মূল শব্দ ইসলাম থেকে নিস্কৃত ক্রিয়া 'আসলামা' অর্থ আত্ম সমর্পণ করলো। অন্য দিকে 'সেলমুন' অর্থ শান্তি। ইসলাম যার এক অর্থ 'শান্তি' এবং অপর অর্থ আল্লাহতে 'আত্মসমর্পণ'। ইসলাম শান্তি, মুক্তি ও শুদ্ধির ধর্ম। ইহা সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে মানব জাতির জন্য একমাত্র মনোনীত ধর্ম। ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন। "নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট ইসলামই একমাত্র (মনোনীত ও পসন্দনীয়) ধর্ম।"

ইসলাম মানুষের জন্য সার্বজনীন, শাশ্বত ও চিরন্তন শান্তি ও মুক্তির একমাত্র পথ। ইসলাম কোন মতবাদ নয় বরং সকল মানুষের জন্য শান্তি ও মুক্তির সহজ সরল (ছিরাত) রাস্তা তথা পথের নাম।

বিশ্বনিয়ন্তা একমাত্র প্রভু আল্লাহ তায়ালার একত্ব ও সার্বভৌমত্ব আর তাঁর প্রেরিত নবী রাসুলদের ও অবতীর্ণ কিতাব প্রভৃতির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন এবং আল্লাহ ও তাঁর শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রদত্ত দ্বীন তথা শরীয়তের নাম ইসলাম।

ইসলামের মূল উৎসঃ

ইসলাম হল অসংখ্য সৃষ্টি রাজির সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিশ্বের সকল মানুষের জন্য একমাত্র দ্বীন তথা ধর্ম। ইসলামের যাবতীয় বিধি বিধান মহান আল্লাহর তরফ হতে অহি মারফত তাঁর শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদের (ছাঃ) উপর প্রেরিত দ্বীন তথা মানুষের জীবন ব্যবস্থা। মূল কথা ইসলামের উৎস হল মহান আল্লাহ'র তরফ হতে অহির বিধান তথা দ্বীন।

www.ahlehadeethbd.org

ইসলামে সার্বভৌম, সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্ঃ

ইসলামে সার্বভৌম, সর্বময়, সর্বোচ্চ ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ' তায়ালা। ইসলামের দৃষ্টিতে কোন দেশের অধিবাসীরা দেশের প্রকৃত মালিক নয় বরং মহান আল্লাহই হচ্ছেন সমগ্র দেশ ও জাতির প্রকৃত মালিক। যিনি পৃথিবী ও তার অধিবাসীকে নিজ ক্ষমতা বলে সৃষ্টি করেছেন।

ইসলামে উচ্চতর প্রভুত্ব; একচ্ছত্র মালিকানা এবং নিরঙ্কুশ শাসন ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর ঘোষণা- "সাবধান! সৃষ্টি তারই, এর উপর প্রভুত্ব চালাবার ও শাসন করার অধিকারও একমাত্র তাঁরই।'

"বিশ্ব নিখিলের প্রত্যেকটি বস্তুই আল্লাহর একচ্ছত্র প্রভুত্বের অধীন ও এর অনুগত হয়ে আছে।" "আল্লাহর সৃষ্টি রাজ্যের একমাত্র মালিক তিনিই, এ ব্যাপারে কেউ তাঁর শরীক নেই।" ইসলাম মানুষকে স্বার্থ ও নেতৃত্বের প্রলোভনে "জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস" না বলে বরং সকল মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যমে তাঁকেই সকল ক্ষমতার উৎস বলার নির্দেশ দেয়।"

ইসলামে আইনের উৎসঃ

সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আইন দাতা। ব্যক্তি থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ের পরিপূর্ণ আইন এ পথে বিদ্যমান। ইসলামের আইন সার্বজনীন ও শ্বাশত। ইসলামে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পূণ্য, বৈধ-অবৈধ নির্ণয়ে আদর্শিক বিধান তথা আইন বিদ্যমান। সময়ের পরিক্রমায় সর্বাবস্থায় একই মানদন্ডে ইসলাম মানুষের মুক্তি ও শান্তির পথ নির্দেশনায় চির অম্লান।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আইনের নিশ্চয়তাঃ

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আইন মানুষ বা দলীয় স্বার্থের সাথে জড়িত ও পরাজিত নহে। অহির বিধান স্ব মহিমায় ও আপন অস্তিত্বে চির শ্বাশত ও চির অম্লান। শাসক ও শাসিত শ্রেনীভেদে আইন তৈরী হয়নি ইসলামে। আইনের চোখে সবাই সমান। কোন মানুষই অহির বিধানের সংশোধনী আনতে পারে না। পারেনা অহির বিধানের সামান্যতম পরিবর্তন, সংযোজন ও বিয়োজন করতে।

ইসলামে অহির বিধান তথা আইন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ প্রদত্ত্ব। এ পথে আইন চির শ্বাশত ও সমুজ্জল। আইন লঙ্ঘনের অপরাধে শাসকের পরিবর্তন ঘটতে পারে ঠিক কিন্তু শাসকের পরিবর্তনে শাসকের ইচ্ছামত আইন রচনা অসম্ভব। যতবারই শাসকের পরিবর্তন ঘটুক না কেন- আইন সর্বাবস্থায়ই অপরিবর্তনীয়।

ইসলামে জন সাধারণের ঐক্যঃ

ইসলামে স্বার্থ তুচ্ছ; দলীয় বিভক্তি নিষিদ্ধ। গোষ্ঠীগত কোন্দল, হিংসা-বিদ্বেষ, আপোষে ভেদাভেদে এ পথে দল গঠন পাপ ও অন্যায় বলে ঘোষিত। এ প্রসংগে আল্লাহ বলেন

www.ahlehadeethbd.org

"তোমরা বজ্রমুষ্টিতে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়িয়ে ধর; (সাবধান) দলে দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেওনা।" (আল ইমরান-১০৪ আয়াত)

ইসলামে শাসন ব্যবস্থাঃ

ইসলামে জনগণ মহান আল্লাহর অহির বিধানের ভিত্তিতে শাসিত হবে। ইসলামে জনগণের শাসনের নামে আপোষে বহুদল গঠনের অবকাশ নেই। শাসন ক্ষমতায় যে কেহই অধিষ্ঠিত হউক না কেন তাকে অহির বিধানের ভিত্তিতেই শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে হয়। ফলে সমস্ত জনগণই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত অহির বিধানের ভিত্তিতে শাসিত হয়।

ইসলামে নেতৃত্ব গ্রহণঃ

ইসলামে নেতৃত্ব গ্রহণ সার্বজনীন। অধিকতর যোগ্যতা ও গুণই নেতৃত্ব অর্জনের মূল উপায়। ইসলামে সম্পদ ও প্রার্থীত্বের মাধ্যমে নেতৃত্ব গ্রহণ অবৈধ বলে ঘোষিত। ইসলামে নেতৃত্বের জন্য স্ব-ঘোষিত প্রার্থী হওয়া যায় না। প্রার্থীর অভিমত বিবেচ্য নহে বরং অধিকাংশ মুসলিম জনসাধারণের অভিমতের ভিত্তিতে নেতা নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। নেতা ও জনসাধারনকে আল্লাহর নামে নেতৃত্ব ও আনুগত্য করতে হয়। ইসলামে ক্ষমতা গ্রহণে প্রলোভন, হঠকারিতা, মিথ্যাচারের মাধ্যমে জনগণকে ধোকায় ফেলে নেতৃত্ব গ্রহণ সম্পূর্ণভাবে অবৈধ বলে ঘোষিত। ইসলামে নেতা নেতৃত্ব লাভের আশায় জনমত আদায়ে যে কোন পথ অবলম্বন, স্বার্থপরতা ও লোভ লালসার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে নেতৃত্ব লাভের আশায় ক্ষমতার মসনদ থেকে কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে।

ইসলামে ভোটারের যোগ্যতাঃ

ইসলামে বিশ্বাসী মাত্র তথা মুসলিম সকলেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু মুনাফেক, নিরেট মূর্খ অর্থাৎ জাহেল, ও গাফিল এর ভোটাধিকার প্রয়োগের কোন অধিকার থাকেনা।

গণতন্ত্র ইসলাম সম্মত নয়ঃ

মানুষ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি, সকল মানুষ একই উপাদানে রক্ত মাংসে গঠিত। সকলেরই মধ্যে রয়েছে রিপুর তাড়না, রয়েছে একের প্রতি অপরের শ্রেষ্ঠত্বের পদ মর্যাদার বড়াই। রয়েছে পরস্পরের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, ক্ষোভ, অহংকার। মানুষের এ দ্বন্দ্ব সংগ্রামের মাঝে মানব রচিত আইন স্বার্থ-দ্বন্দ্ব জড়িত হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে মানব রচিত আইন সার্বজনীন হওয়া অসম্ভব।

মানব রচিত আইন মানবতার শান্তি বয়ে আনতে পারেনা। পারেনা মানবতার মৌলিক দাবী মেটাতে বরং বিভিন্ন ব্যক্তির মস্তিষ্ক প্রসূত, ব্যক্তিগত মত প্রয়োগের অবাধ সুযোগকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ মানব সমাজকে খন্ড বিখন্ড করে সরাসরি ইসলামের মৌলিক নীতিমালায় আঘাত হানে। ব্যক্তি মতাদর্শের ভিত্তিতে গঠিত এক একটি দল পরস্পরের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার নামে অবাধ লাগামহীন স্বাধীনতার জন্য

www.ahlehadeethbd.org

দিয়ে স্বেচ্ছাচারিতার পথ বেছে নেয়া হয়। সব মিলিয়ে এ ব্যবস্থায় মানবতা নিগৃহীত হচ্ছে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে মানবতার সার্বিক কল্যাণের জন্য ইসলামী কাঠামোর মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করার ক্ষমতা মানুষের রয়েছে। আর তা হবে ইসলামের নির্দেশ মোতাবেক অর্থাৎ ইসলামের শরীয়ত সীমায় জন সাধারণের অভিমত তথা পরামর্শ ভিত্তিক। ইসলাম কখনও প্রার্থীর অভিমতের ভিত্তিতে দলীয় স্বার্থের সংবিধান রচনার অধিকার দেয়নি। আল্লাহর আইনের প্রতিনিধিত্বশীল ইসলামী শরীয়ত ভিত্তিক ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে খিলাফত বলা হয়। এ ব্যবস্থায় নেতৃত্ব দান তথা খিলাফত পরিচালনা আল্লাহর অহির বিধান অনুযায়ী ও মুসলিম জনসাধারণের শরীয়ত সম্মত অভিমতের উপর নির্ভরশীল।

ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করা আর গণতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত ও ভিন্নধর্মী। ইসলামের নেতৃত্ব গ্রহণ ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নেতা নির্বাচন একে অপরের পরিপন্থি। 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস' এ শেরেকী মন্ত্র গণতন্ত্রের মূলনীতি- যা ইসলামের মূলনীতি তাওহীদ তথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এর সম্পূর্ণ উল্টো ও চরম বিপরীত।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রতারণা, মানুষের গোলামী ও মানুষে মানুষে অনৈক্যের বীজ লুকায়িত আছে। কিন্তু ইসলাম মহান আল্লাহর একক গোলামীত্ব বরণ করে সাম্য মৈত্রীর আত্মিক বন্ধনে সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে শান্তি ও মুক্তির পথ নির্দেশ করে।

দুনিয়ার গতি প্রবাহে মুক্ত বুদ্ধি নিয়ে সত্যের অনুসন্ধানে চিন্তায় নিরপেক্ষ হলে গণতন্ত্র ও ইসলামের পার্থক্য অতি সহজেই সন্ধানী বিবেকে ধরা পড়বে।

উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বহুদলীয়, বারবার পরিবর্তনশীল, মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত, স্বার্থ ও দ্বন্দ্ব জড়িত অসম্পূর্ণ মতবাদ গণতন্ত্র কক্ষনই আল্লাহ প্রদত্ত এক ও অবিভাজ্য চির শ্বাশত ও অপরিবর্তনীয়, পরিপূর্ণ, কলুষমুক্ত, নির্ভেজাল, শান্তি ও মুক্তির একমাত্র পথ "ইসলাম" সম্মত হতে পারেনা।

www.ahlehadeethbd.org

ইসলামে জিহাদ ও উহার প্রকৃতি

মুহাম্মাদ আব্দুল হাই
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা।

জিহাদ শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ শক্তি ও সামর্থানুযায়ী কথা ও কর্মে জোর প্রচেষ্টা চালানো।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়ঃ- আল্লাহর খালিছ তাওহীদ ও তাঁর অহির বিধান প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোকে জিহাদ বলা হয়।

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ফরজে কিফায়া, কিন্তু তিনটি ক্ষেত্রে জিহাদ করা ফরজে আইন হয়ে যায়।

(ক) যখন মুসলিম মুজাহিদগণ যুদ্ধের কাতারে অবস্থান করেন।

(খ) যখন কোন মুসলিম দেশ বা অঞ্চল বিধর্মী শত্রু কর্তৃক অধিকৃত হয়।

(গ) যখন কোন অভিযানকারী মুসলিম বাহিনীর নেতা যুদ্ধের আহবান করেন।

ইবনুল কাইয়্যেম বলেনঃ- "প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মুসলমানের উপর প্রয়োজন ও শক্তি সামর্থানুযায়ী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ফরজে আইন, চা-ই সে জিহাদ অন্তর, বাকশক্তি, লেখনী, অর্থনৈতিক সহযোগীতা কিংবা হস্তশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই হোক না কেন।" রাসুল (ছাঃ) বলেন- (১) তোমরা কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে কথা-কলম, জান-মাল, এবং শেষ পর্যন্ত হাতের শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জিহাদ কর।" (আবু দাউদ, নাসাঈ,)।

জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ-

(ক) আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়ার যাবতীয় মনগড়া মতাদর্শের উপর বিজয়ী করা। আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধানের প্রচার ও প্রসার মানুষকে এই বিধান মেনে চলার আহবান জানানো এবং সর্বপ্রকার পথভ্রষ্টতা ও অন্ধকার হতে পবিত্র কুরআনের দ্বীপ্তমান আলোর পথে নিয়ে আসা। আল্লাহ বলেনঃ- "তোমরা তাদের সাথে (কাফির, মুশরিক এবং মুসলমানদের ইবাদাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের) লড়াই করো যে পর্যন্ত না ফেৎনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হয়।" (বাকারা-১৯৩)

(খ) নির্যাতিত নীপিড়িত মাযলুম জনতার সাহায্য করা। আল্লাহ বলেনঃ-"তোমাদের কি হ'ল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো না দূর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই জনপদ হতে নিস্কৃতি দান কর,। এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী, আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অভিভাবক ও

www.ahlehadeethbd.org

সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।"(সুরা নিসা-৭৫)
(গ) ইসলামের শত্রুর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ এবং ইসলামের সংরক্ষণ ও নির্ভেজাল তাওহীদি আক্বীদার ভিত্তি সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করা। নিছক মানুষের উপর যুলুম নির্যাতন করা উদ্দেশ্য নহে। এবং আল্লাহর নির্দেশের সীমা লংঘনও বৈধ নয়। আল্লাহ বলেনঃ-"যারা তোমাদের উপর জবরদস্তি বা বাড়াবাড়ি করে, তোমরাও তাদের উপর বাড়াবাড়ি করো, যেমন বাড়াবাড়ি বা জবরদস্তি তারা করে তোমাদের উপর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা পরহেজগার তাদের সাথে রয়েছেন আল্লাহ।" (বাকারা-১৯৪)।

জিহাদের পর্যায়ঃ-

(ক) কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি সাধারণভাবেই রয়েছে বরং যখন কাফির-মুশরিক ও মুরতাদ কর্তৃক নির্যাতিত হয় তখন মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যায়। আল্লাহ বলেনঃ-"যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কাফিররা যুদ্ধ করে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।" (হজ্ব-৩৯)।

(খ) ইসলামের কি চমৎকার বিধান, যারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয় শুধুমাত্র তাদের সাথেই জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে না তাদের শান্তি বিধানের নির্দেশ ইসলাম প্রদান করে। আল্লাহ বলেনঃ-

"তারা চায় যে, তারা যেমন কাফির, তোমরাও তেমনি কাফির হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সবাই সমান হয়ে যাও। অতএব, তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি তারা বিমূখ হয়, (হিজরত করতে অস্বীকৃতি জানায়) তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না, কিন্তু যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যে, তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে, অথবা তোমাদের কাছে এভাবে আসে যে; তাদের অন্তর তোমাদের সাথে এবং স্বজাতির সাথেও যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক। যদি আল্লাহ ইচ্ছে করতেন, তবে তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল করে দিতেন, ফলে তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। অতঃপর যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক থাকে; তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে, এবং তোমাদের সাথে সন্ধি করে, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ দেননি।" (নিসা- ৮৯-৯০)

(গ) কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেরত হওয়া; তাদের নিকটে ইসলামের সুমহান আদর্শের দাওয়াত পৌছানোর পরও যদি খোদাদ্রোহীতায় লিপ্ত থাকে, তবে- তাদেরকে যুদ্ধের ঘোষনা দেওয়ার পর-লড়াই-এ লিপ্ত হতে হবে, অতর্কিতে নয়। যাবতীয় শির্ক, বিদ'আত, ফিৎনা ফাসাদ ও খোদাদ্রোহীতার অবসান এবং আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত না হওয়া

www.ahlehadeethbd.org

পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। যাতে দুনিয়ায় অফুরন্ত কল্যাণ ও শান্তির ধারা বিস্তার লাভ করে ও ইসলামের শৌর্য-বীর্য প্রসারিত হয়। কাফির ও নাস্তিক্যবাদের আহবানকারীদের পতন ঘটে। মানুষ ইসলামের ইনসাফ ও ন্যায় নীতির সুফল ভোগ করতে সক্ষম হয়। এবং দুনিয়ার যাবতীয় দুঃখ-দূর্দশা, অনাচার-অবিচার, অভাব-অনটন ও সংকীর্ণতা হতে মুক্ত হয়ে ইসলামের সুমহান উদারতা ও প্রশস্ততা লাভ করতে পারে ও মানুষ মানুষের গোলামীর শৃংখল ভেদ করে একমাত্র মহান আল্লাহর আদেশের একনিষ্ট অনুসারী হতে পারে এবং সমাজের তথাকথিত প্রভাবশালী জালেমদের নীপিড়ন হতে পরিত্রাণ লাভে সক্ষম হয়। আল্লাহ বলেনঃ-

"আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফিৎনার অবসান হয় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।" (আনফাল-৩৯)। রাসুল (ছাঃ) বলেনঃ-"আমি লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য (আল্লাহর তরফ হতে) আদিষ্ট হয়েছি; যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর রাসুল, আর নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তারা যখন এগুলো করবে তখন আমার (হাত) থেকে নিজেদের রক্ত ও ধন-সম্পদ বাঁচাতে পারবে। (ইসলামের হক ব্যতিরেকে) আর তাদের (কর্মের) হিসাব আল্লাহর নিকট থাকবে।" -বুখারী, মুসলিম।

জিহাদী শক্তিঃ

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য দু'টি বড় ও বৃহৎ শক্তি সংগ্রহ করা মুজাহিদদের অপরিহার্য কর্তব্য। ইহা ব্যতীত জিহাদে সুফল কামনা করা যেতে পারে না। (ক) প্রথম ও প্রধান শক্তি হচ্ছে ঈমান ও আমালে সালেহ। আল্লাহ বলেনঃ-"হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করবেন। আর যারা কাফির, তাদের জন্য- রয়েছে দুর্গতি এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দিবেন।" (মুহাম্মাদ-৭-৮)

সাথে সাথে আল্লাহর নির্দেশাবলী পালন ও নিষিদ্ধ কার্যাবলী বর্জন করে চলাও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বড় উপায়।

(খ) অর্থ সংগ্রহ, যুদ্ধোপকরণ ও অস্ত্র-শস্ত্র সংরক্ষণ। সামর্থানুযায়ী মুসলিম বাহিনীর জন্য অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ করা অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা যুদ্ধের ময়দানে ঈমানী শক্তির সাথে-সাথে অস্ত্রের শক্তিরও প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ পাক বলেনঃ-"আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা-ই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর, এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জাননা, আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবেনা।" (আনফাল-৬০)।

www.ahlehadeethbd.org

আলোচ্য আয়াতে যাবতীয় যুদ্ধোপকরণ, অস্ত্র-শস্ত্র, যানবাহণ, শরীর চর্চা ও সমরবিদ্যা শিক্ষা করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। সাধ্যপক্ষে জল-স্থল ও আকাশ পথের শক্তি সংগ্রহ করাও মুসলমানদের কর্তব্য। যা স্থান-কাল পাত্র ভেদে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

জিহাদী শক্তি সংরক্ষণঃ

মুসলিম সৈনিক অস্ত্রে-শস্ত্রে ও সমর বিদ্যায় পারদর্শি হলেও যথেচ্ছা তা প্রয়োগ করতে পারে না, কেননা তারা দুনিয়ার জন্য লড়াই করে না বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁরই নির্দেশ মোতাবেক লড়াই করে। আল্লাহ বলেনঃ-

প্রথমঃ-"তোমরা তাদের সাথে লড়াই করতে থাক আল্লাহর ওয়াস্তে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। আর তোমরা কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে পসন্দ করেন না।" (বাকারা-১৯০) এই নির্দেশেরই অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কার্যাবলী বর্জন করে চলা। যেমনঃ- মুছলা করা (হাত, পা, চোখ, নাক ও কান কাটা) গণীমতের সম্পদ আত্মসাৎ করা, নারী, বৃদ্ধ, শিশু, রোগাক্রান্ত ও অন্ধব্যক্তিদের হত্যা করা। অনুরূপভাবে কোন কল্যাণ ব্যতীত চতুস্পদ জন্তু হত্যা করা, বৃক্ষাদি জ্বালিয়ে দেওয়া, শস্য ও ফলমুলের বাগান ধ্বংস করা, পানির কূঁপ ও ঝর্না নষ্ট করা এবং ঘরবাড়ী ভষ্মিভূত করা। রাসুল (সঃ) বলেনঃ-

দ্বিতীয়ঃ- "আল্লাহর নামে আল্লাহর ওয়াস্তে জিহাদ করবে, যে আল্লাহর সাথে কুফরী করে তাকে কতল করবে, আর গণীমতের সম্পদ আত্মসাৎ করবে না, চুক্তি ভঙ্গ করবে না, মুছলা ও শিশুদের হত্যা করবেনা।" (মুসলিম)

জিহাদের প্রকার ও স্তরঃ

জিহাদ চার প্রকার যথাঃ- (১) আত্মার কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ। এই জিহাদের চারটি স্তরঃ-(ক) দ্বীনের যাবতীয় হুকুম আহকাম শিক্ষা ও হেদায়েতের পথ অনুসন্ধান করা। (খ) ইল্‌ম অনুযায়ী আমলের সার্বিক প্রচেষ্টা করা। কেননা আমল বিহীন ইল্‌ম যদি কোন ক্ষতি নাও করে তবুও কোন উপকারে আসবে না।

(গ) জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আল্লাহর দ্বীনের দিকে মানুষকে আহবান করা এবং অজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বীনি-ইল্‌ম শিক্ষা দেওয়া।

(ঘ) আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতে গিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যাবতীয় বিপদাপদে ধৈর্য্য ধারণ করা। আল্লাহ বলেনঃ-"যুগের কসম, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।" (সুরা আল আছর)

(২) শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ, এই জিহাদের দু'টি স্তর। (ক) শয়তান মানুষের মনে ঈমানের ব্যাপারে যে সমস্ত সুক্ষ্ম সংশয় ও সন্দেহের সৃষ্টি করে তার প্রতিরোধ ও সন্দেহমুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা করা। (খ) শয়তানী প্রবৃত্তি ও অসৎ উদ্দেশ্য সমূহ বর্জন করা। মানুষের ধ্বংস

www.ahlehadeethbd.org

সাধনই শয়তানের একমাত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্য। আল্লাহ বলেনঃ-"নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু কাজেই তোমরা তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ কর।" (ফাতের-৬) এরূপ অবস্থায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখাই হচ্ছে শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ।

(৩). কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ। এই জিহাদের স্তর হচ্ছে চারটি।
(ক) অন্তর দ্বারা এদের যাবতীয় কার্য্যকলাপকে ঘৃণা করা এবং সর্বতোভাবে বিরত থাকা।
(খ) কথা ও লেখনীর মাধ্যমে এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। (গ) প্রয়োজনানুসারে এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য অর্থনৈতিক সাহায্য সহযোগীতা করা। (ঘ) এবং সর্বশেষ এদের বিরুদ্ধে হাত ও অস্ত্র ব্যবহার করা। এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে গিয়ে যারা জীবন দেন এদেরকে আল্লাহ পাক শহীদ উপাধি দিয়েছেন এবং বিনিময়ে রয়েছে তাদের জন্য জান্নাতুল ফিরদাউস।

(৪) জালিম, বিদ'আতী ও অন্যায় অশ্লীলকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ। এই জিহাদের তিনটি স্তরঃ- (ক) হস্তশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জিহাদ। (খ) কথা কলমের মাধ্যমে জিহাদ (গ) তাতেও যদি অপারগ হয় তাহলে জালিম, বিদ'আতী ও অন্যায় অশ্লীল কারীদের কার্যকলাপ মনে-প্রাণে ঘৃণা করা এবং যথা সম্ভব ইহা হতে বিরত থাকা। রাসুল (ছাঃ) বলেনঃ-"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি শরীয়াত বহির্ভূত কাজ হতে দেখে, সে যেন তা হাত দ্বারা বাধা দেয়। এতে যদি অপারগ হয় তাহলে কথা দ্বারা প্রতিবাদ জানায়, তাতেও যদি অপারগ হয় তাহলে তাদের কাজকর্ম মনে প্রাণে ঘৃণা করে আর এটা হচ্ছে দূর্বল ঈমানের পরিচয়।" (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, রাসুল (ছাঃ) বলেনঃ-
"যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে জিহাদ করেনা এমন কি মনে-মনে জিহাদের কল্পনাও করেনা সে ব্যক্তি মুনাফিক অবস্থায় মারা যায়।" (মুসলিম)

পরিশেষে আল্লাহ পাক আমাদেরকে সকল প্রকার জিহাদে অংশ গ্রহণ করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দান করুন। আমীন!!

www.ahlehadeethbd.org

ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম
মনোহরপুর, যশোর।

উদ্দেশ্যহীন শিক্ষা শিক্ষা নয়। শিক্ষার পিছনে লক্ষ্য থাকা উচিত। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ কিছু অর্জন করতে চায় সেটা বৈষয়িক হতে পারে, মানষিক হতে পারে, আর্থিক হতে পারে। এ লক্ষ্য নির্নীত হয় একটা জাতি বা গোষ্ঠীর মৌলিক জীবন দর্শন দ্বারা। কোন জাতি বা জনগোষ্ঠী যদি ধর্মহীন হয় কিম্বা ধর্মের প্রতি উদাসীন হয়, তাহলে বৈষয়িক উন্নতিকে সে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করবে এবং তার শিক্ষা ব্যবস্থাকে সেই ভাবে গড়ে তুলবার চেষ্টা করবে। আবার কোন জাতি যদি গভীর ধর্ম বিশ্বাসের উপর তার অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত রাখে, সে জাতি তার ধর্ম বিশ্বাসের আলোকে তার শিক্ষা ব্যবস্থা তথা তার জীবনকে গড়ে তোলার চেষ্টা করবে। ধর্মটি যদি সন্ন্যাসবাদী হয়, তাহলে সংসারের প্রতি অনাসক্তি সৃষ্টি করাই হবে সে জাতির শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য। আর ধর্মটি যদি একটি পুর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা হয়, তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য হবে জীবনের সুসামঞ্জস্য সামগ্রিক বিকাশ।

ইসলাম একটি পুর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা। এজন্য ইসলাম শিক্ষাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এজন্য রাসূল (ছাঃ) জ্ঞান অর্জন প্রত্যেকের জন্য ফরজ করেছিলেনঃ "জ্ঞান শিক্ষা করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরজ।" আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বপ্রথম তাঁর পিয়ারা রাসুলের (ছাঃ) কাছে যে আয়াত কয়টি নাজিল করেছিলেন তাতে পড়া বা শিক্ষার কথাই বলা হয়েছিল। ইসলামকে বুঝার জন্য সর্বপ্রথম যে জিনিসটা খুব প্রয়োজন বা যা না হলে নয়, সেটাই হচ্ছে শিক্ষা। ইসলাম শিক্ষা সম্পর্কে যে দৃষ্টি ভঙ্গি পোষণ করে তা হচ্ছে এই যে, মানুষ আপন প্রয়োজনের তাগিদে তথা দুনিয়ার সুষ্ঠ জীবন যাপন এবং পরকালীন মুক্তির উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত ভাবে জ্ঞান অর্জনের জন্য যে শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে তারই নাম শিক্ষা। শিক্ষা হচ্ছে জাতির মেরুদন্ড। জাতি গঠনে, সামাজিক বিনির্মাণে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আদর্শিক শূণ্যতা দূরীকরণে ইসলামী শিক্ষা ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, সেই ১৪০০ শত বৎসর পূর্বে রাসূল করিম (ছাঃ) এমন এক জাতির মধ্যে আগমন করে ছিলেন যারা ছিল, অজ্ঞ, মূর্খ, বর্বর। কিন্তু অতি অল্প দিনে তিনি আরবের সেই অজ্ঞ বর্বর ও অধঃপতিত জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে তুলে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শৌর্যে-বীর্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করে ছিলেন। আর এটা সম্ভব হয়েছিল একমাত্র ইসলামের সুমহান আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে।

www.ahlehadeethbd.org

অথচ বাংলাদেশের স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে যে শিক্ষা প্রণালী চালু আছে তা পাশ্চাত্যের শিক্ষা ব্যবস্থার ছাঁচে ও আদর্শে রচিত। আর এই শিক্ষার বিষক্রিয়া ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ঠেলে দিচ্ছে জড়বাদী সভ্যতার আস্তাকুঁড়ে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের আত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষ বিধানে ব্যর্থ। আজকাল শিক্ষিত মহলের মধ্যেই যে দুর্নীতি ও নৈতিকতা বিরোধী কর্মের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় এটা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এদিক দিয়ে ইসলামী শিক্ষাই শিক্ষার্থীদের আত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য একমাত্র উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা। অন্যদিকে এ শিক্ষা দ্বিমুখী সামাজিক শ্রেণী বিভেদের সৃষ্টি করে। ধর্ম শিক্ষার নামে যে মাদ্রাসা শিক্ষা চালু রয়েছে তাতে শিক্ষিত হয়ে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হতে না পেরে জাতীয় নেতৃত্ব, প্রশাসনিক, কারিগরী ও প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে তারা কোন অবদান রাখতে পারে না।

অপরদিকে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা ও দক্ষতা অর্জন করলেও নৈতিকতা তথা ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রের অনুপস্থিতি তাদের মধ্যে প্রকট। সুতরাং এ দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা জাতির জন্য খুবই ভয়াবহ। অতএব জাতিকে এই সংকট থেকে উদ্ধার করার জন্য উপযুক্ত হাতিয়ার হচ্ছে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

প্রকৃতভাবে শিক্ষা হলো বাস্তব জীবনের প্রস্তুতি। শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের মন মানসকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে। শিক্ষা মানুষের অভ্যন্তরীন শক্তি, প্রতিভার উন্মেষ, স্ফুরণ, ক্রমবিকাশ দানে এবং মানবীয় ভাবধারায় সুষ্ঠতা বিধানের একমাত্র উপায়। কিন্তু বর্তমানের এ শিক্ষা ব্যবস্থা তা পুরণ করতে ব্যর্থ। সুতরাং এক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষাই একমাত্র উপযোগী এবং এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

বর্তমানের এ শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজের মানুষের অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন শক্তি প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলে সঠিক আদর্শের আলোকে মানুষের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ ও গুণাবলী সৃষ্টি এবং সমাজে সুকৃতির প্রতিষ্ঠা ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধ ও বিলোপ সাধনে সম্পূর্ণ ভাবে বিফল হয়েছে। আর এক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষা পৃথিবীতে যে রূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছে ইতিহাসে তা নজিরবিহীন। অতএব বাংলাদেশের এ প্রেক্ষাপটে ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

মানুষের দৈহিক, আত্মিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক দিক সহ মানব জীবনের প্রতিটা দিক দিয়ে সুনাগরিক ও সৎ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান এ শিক্ষা ব্যবস্থা তাতে সম্পূর্ণ ভাবে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং সবদিক দিয়ে সোনার মানুষ গড়ার জন্য ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

মানুষের বস্তুতান্ত্রিক ও অবস্তুতান্ত্রিক বিষয়ের মধ্যে সমতা, মানুষের প্রয়োজনও আয়ের মধ্যে সমতা,বাস্তব ও কাল্পনিক জীবনের মধ্যে সমতা, রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক

www.ahlehadeethbd.org

ব্যবস্থা সমূহের মধ্যে সমতা এমন কি জীবনের সাথে সম্পর্কিত এমন সব বিষয়ের মধ্যে সমতা বিধানে ইসলামী শিক্ষা যে ভূমিকা রাখতে পারে অন্য কোন শিক্ষা ব্যবস্থায় তা সম্ভব নয়। এদিক দিয়েও ইসলামী শিক্ষা প্রবর্তন করা খুবই প্রয়োজন।

মানুষকে তার সঠিক পরিচয় দানে তথা মানুষকে আল্লাহর দাস ও খলীফা হিসাবে সঠিক জীবন লক্ষ্য অর্জন এবং অর্পিত দায়িত্ব পালনের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ার জন্য ইসলামী শিক্ষার খুবই প্রয়োজন, তাছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

রাসুল (ছাঃ) এর তিরোধানের পর আল্লাহর দ্বীনকে সঞ্জীবিত করার জন্য এবং সকল প্রকার বাতিল মতাদর্শের চ্যালেঞ্জ মুকাবেলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যেও ইসলামী শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

তাই ইসলামী শিক্ষা প্রবর্তিত হয়ে, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগেও যে শিক্ষা সমাজের ভবিষ্যৎ নাগরিক তথা ছাত্র-সমাজের মধ্যে দুর্নীতি ও অনৈতিকতার সয়লাব এবং সামাজিক বিভেদ সৃষ্টি করে তা দূর করে মানুষকে ফিরিয়ে দিক তার মানবতা, মনুষ্যত্ব ও সৎ সুন্দর জীবন যাপনের পদ্ধতি। বয়ে যাক সমাজে ও মানুষের অন্তরে- ন্যায়, কল্যাণ, প্রেম-পুণ্য, সমাজ হয়ে উঠুক আলোকোজ্জ্বাসিত। আঘাত হানুক জেঁকে বসা সমাজের অন্যায় অত্যাচার ও বাতিল মতাদর্শের মনিকুঠায়।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর আল-কুরআনে ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে।" সূরা ফাতির ২৮ আয়াত। এথেকে উপলব্ধি করা যায় যে, যারা জ্ঞান অর্জন করেছেন কেবলমাত্র তারাই আল্লাহকে ভয় করেন। আর এ জ্ঞান হলো ইসলামী জ্ঞান। এ জ্ঞানে পন্ডিত ব্যক্তিরাই শুধুমাত্র আল্লাহকে ভয় করে।

ইসলামী শিক্ষা বলতে কোন্ শিক্ষা বুঝায় সে সম্পর্কে মহানবী (ছাঃ) বিদায়ের পূর্বে জগদ্বাসীর সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। বিশ্বনবী (ছাঃ) মহাপ্রয়াণের প্রাক্কালে সারা বিশ্বের মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করলেন, " আমি, তোমাদের মধ্যে দু'টি বস্তু রেখে গেলাম যতদিন পর্যন্ত তোমরা এ বস্তুদ্বয়কে আঁকড়ে ধরে রাখবে। ততদিন পর্যন্ত তোমরা পথ হারাবে না।" ইহার একটি হল আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) আর অপরটি হ'ল তাঁর রাসূলের জীবনাদর্শ (আল-হাদীছ)-মুয়াত্তা ইমাম মালিক। সুতরাং ইসলামী শিক্ষা বলতে আমরা কুরআন ও হাদীছের শিক্ষাকে বুঝি। আর তাই নিজেদেরকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য কুরআন ও হাদীছের শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।

www.ahlehadeethbd.org

নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)

-শামীমা নাছরিন
জগতপুর শাখা, কুমিল্লা।
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর নবুয়ত লাভের পূর্বে বিশ্বের সকল দেশেই নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও অমানবিক। তাদের অধিকার তথা মান মর্যাদা বলতে কিছুই ছিল না। ইউরোপের প্রাচীনতম সভ্যদেশ গ্রীসে মেয়েদেরকে পণ্যদ্রব্য হিসাবে গ্রহন করা হতো। প্রাচীন ব্যাবিলন, মিশর, আরব ও সমসাময়িক ভারত, রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যে নারী জাতির অবস্থা একইরূপ ছিল।

জাহেলিয়াতের যুগে আরব সমাজে নারী জাতির অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। সে সমাজে নারীদের কে অত্যন্ত হীন ও লজ্জার বস্তু মনে করা হতো। তাদের সাথে পশুর ন্যায় ব্যবহার করা হতো। এক মাত্র পুরুষের মনোরঞ্জন ব্যতীত মেয়েদের কোন সামাজিক মান-মর্যাদা ছিল না। পুরুষদের খেয়াল খুশীমত তাদের জীবন পরিচালিত হতো এবং নারীকে শুধুমাত্র ভোগের সামগ্রী হিসাবে বিবেচনা করা হতো। পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে তাদের কোন অধিকার ছিল না। যে কোন লোক ইচ্ছামত একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারতো এবং যে কোন সময়ে স্ত্রীকে তালাক দিতে পারত। নারী জাতিকে এতই হেয় মনে করা হতো যে অনেক সময় কন্যা সন্তানের জন্ম গ্রহণ কে অভিশাপ মনে করা হতো এবং জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলা হতো।

ইহুদী সম্প্রদায় নারীদেরকে শয়তান ও নরকের দ্বাররূপে আখ্যায়িত করত। খ্রীষ্টান জগতে মেয়েদেরকে সবরকম পাপের মূল উৎস রূপে গণ্যকরা হতো। হিন্দুরা স্ত্রীলোকদের স্থায়ী অস্তিত্বকে স্বীকার করতো না বরং তাদের নিকট স্ত্রীলোকের অস্তিত্ব পুরুষের তাবেদারীতে থাকতো। এ জন্যই স্বামীর মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হতো এবং তা 'সতীদাহ' প্রথা নামে পরিচিত ছিল। অন্যদিকে মিশর ও ভারতে সুন্দরী ললনাদেরকে মুর্তির নামে বিসর্জন দেয়া হতো।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর আগমনের সাথে সাথে নারী জাতির সকল দুর্দশা দুর হয় এবং তারা এক মর্যাদা পূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) নারী জাতিকে সমাজে অভূতপূর্ব মর্যাদা ও অধিকার দান করেছেন। আল কুরআনে বলা হয়েছে।-

"পুরুষের নারীর উপর যতটা অধিকার আছে, নারীরও পুরুষের উপর ঠিক ততটা অধিকার

www.ahlehadeethbd.org

রয়েছে"।

কি অপরূপ অনন্য সুন্দর আর্দশ! মহানবী (ছাঃ) পুত্র সন্তান এবং কন্যা সন্তানের মধ্যে কোন রকম পার্থক্য সৃষ্টি করা নিষেধ করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে উভয়ই একই মানদন্ডের দুদিকে অবস্থিত।

বিশ্ব মানবতার মহান ব্যক্তিত্ব মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) নারী জাতির জন্যে কত সুন্দর অমীয় বানীই না বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,- "যে ব্যক্তির কন্যা সন্তান আছে। সে যদি তাকে জীবন্ত প্রোথিত না করে তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত না করে এবং পুত্র সন্তানদের প্রতি তার তুলনায় অধিক গুরুত্ব না দেয়, তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।।" (সুনানে আবু দাউদ)

তিনি বলেন," যে ব্যক্তি কন্যা সন্তানের জন্মে অসুবিধায় পড়লো, সে যদি তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে তাহলে এই মেয়েরা তার জন্যে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবার কারণ হবে। (সহীহুল বুখারী, মুসলিম)। তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান কিংবা বোনদেরকে লালন পালন করবে, তাদেরকে উত্তম চাল্-চলন শিক্ষা দিবে এবং তাদের সাথে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করবে, যার ফলে তারা আর তার সাহায্যের মুখাপেক্ষী থাকবেনা আল্লাহ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেবেন। -(শরহু সুন্নাহ)

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তানের মধ্যে কোন রকম পার্থক্য সৃষ্টি করা নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা পুরুষ ও নারী জাতিকে মানুষ হিসাবেই সৃষ্টি করেছেন এবং পুরুষের সাথে নারীর মুলগত কোন ব্যবধান করেন নাই। এ প্রসংগে আল্লাহ বলেন-

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতিও গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। -(সূরা হুজরাত)

ইসলামের দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারী সমমর্যাদার অধিকারী। এ প্রসংগে আল্লাহ বলেন, " নারীরা তোমাদের ভূষণ আর তোমরা নারীদের ভূষণ, (সূরা-বাকারাহ)।

সুতরাং স্পষ্ট প্রতীয়মান মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর মাধ্যমেই ইসলামে মানুষ হিসাবে, পুরুষ-নারী উভয়কেই সমান স্থান দেয়া হয়েছে এবং মর্যাদার ক্ষেত্রে ও কোন পার্থক্য করা হয়নি।

যে নারীরা যুগ যুগ ধরে অবহেলিতা ও লাঞ্ছিতা ছিল এবং শুধুমাত্র পুরুষের ভোগের সামগ্রী হিসাবে সর্বত্র পরিগণিত হতো তাঁদেরকে তিনি সম্মানের উচ্চাসনে স্থান দিয়ে গেছেন।

তিনি ঘোষণা করেন- জননীর পদতলে বেহেশত। তিনি আরো বলেন " তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যার প্রথম সন্তান মেয়ে। পুত্র সন্তানদের আগে কন্যা সন্তানদেরকে উপহার দেয়া সুন্নত। তিনি আরও বলেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর

www.ahlehadeethbd.org

প্রতি সর্বোত্তম ব্যবহার করে।

ইসলামে বিবাহে নারীকে তার স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অভিমত ব্যক্ত করার অধিকার দিয়েছে। প্রিয়নবী (ছাঃ) বলেন- "স্বামীহীনা বা তালাক প্রাপ্তা রমনীর মৌলিক স্বীকৃতি ও কুমারী মেয়ের অনুমতি ব্যতীত তাদরেকে বিয়ে দেয়া যেতে পারে না।" (বুখারী)

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া কোন বিবাহ বৈধ হবে না। (মিশকাত বিবাহ অধ্যায়) গুরুতর কারণের প্রেক্ষিতে স্বামীর কাছ থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ করার অনুমতিও নারীকে ইসলাম দিয়েছে। মুসলিম নারী টাকা পয়সা উপার্জন করতে পারে, ভিটা সম্পত্তির মালিকও হতে পারে এবং ব্যবসা বাণিজ্যও করতে পারে।

পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর অধিকার আল্লাহ পাক নির্ধারিত করে দিয়েছেন। মহানবী (ছাঃ)ই সর্ব প্রথম নারীগণকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের মালামালে অংশগ্রহণ ফরজ হিসাবে নির্ণয় করেছেন। নারীর সম্পত্তির উপর তার পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে এবং সে তার ইচ্ছানুসারে এ সম্পদ হস্তান্তর করতে পারে। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে। "মাতা-পিতা এবং আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের ন্যায় নারীরও অংশ আছে তা অল্পই হউক বা বেশী হউক, এক নির্ধারিত অংশ।"

শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রেও ইসলাম নারী ও পুরুষ কোন বৈষম্য করেনি। উভয়ের জন্যেই জ্ঞান অর্জন করা ফরয বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্রসংগে মহানবী (ছাঃ) বলেন- "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য অবশ্যই কর্তব্য ফরজ।"

নারীর কোমল সুকুমায় মাধুর্য্য মন্ডিত সৌন্দর্য রক্ষার জন্য স্বভাবগত ও প্রকৃতিগত প্রয়োজনেই নারীকে পর্দা করতে হয়। প্রত্যেক নারীই তার পবিত্রতা সম্ভ্রম ও মান মর্যাদা রক্ষা করতে চায়। আর সে জন্যই ইসলাম নারীদেরকে সম্ভ্রম রক্ষার জন্য অন্যের কু-দৃষ্টির সামনে নিজের রূপ যৌবন-এর সৌন্দর্যকে পর্দাবৃত করতে বলেছে। এ প্রসংগে আল্লাহ বলেন- "হে নবী' মুসলিম নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাদের যৌন অংগের হিফাযত করে, যা সাধারণতঃ প্রকাশ হয়ে থাকে তা ব্যতীত তাদের আবরণ প্রকাশ না করে; যেন কাপড় দ্বারা আবৃত করে।" -(সূরা নুর)

অতএব, যে নারী জাতি মহানবীর আগনের পূর্ব যুগে ছিল চরমভাবে নিগৃহীতা ও অবহেলিতা, সেই নারী জাতিই মহানবী (ছাঃ) এর জীবনাদর্শ তথা ইসলামে পেয়ে ছিল সঠিক মর্যাদা, সম্মান এবং ন্যায্য অধিকার। যে অধিকার ও মর্যাদার কথা বিংশ শতকের চরম উন্নত দেশ গুলোও কল্পনা করতে পারেনা। তারই ফলশ্রুতিতে ইসলামী সমাজে নারী জাতি স্বামীর দৃষ্টিতে হৃদয়রাণী, প্রেমময়ী, জীবন সঙ্গিনী, পিতার দৃষ্টিতে স্নেহশীলা আদরিনী, ভাইয়ের চোখে কল্যাণময়ী বোন হিসাবে আজও মর্যাদা ও সম্মানের সাথে প্রতিষ্ঠিত আছে।

www.ahlehadeethbd.org

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)

রোকশানা সিরাজ
আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা, যশোর।

আল্লাহর প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ পয়গাম্বর, নিখিল বিশ্বের অনন্ত কল্যাণ ও মূর্ত আশীর্বাদ মানব জাতির চরম এবং পরম আদর্শ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) ৫৭০খৃঃ আরবের বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জন্ম থেকেই তিনি ছিলেন পিতৃহীন। ৬ বছর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন। এতিম অবস্থায় তিনি পিতামহের কাছে লালিত পালিত হন। এই সুখ ও তাঁর বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। ৯ বছর বয়সে তিনি পিতামহকে হারান এবং পিতৃব্যের কাছে লালিত পালিত হন। পিতৃব্যের অবস্থা ভাল না থাকায় হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) কে জীবিকা নির্বাহের জন্যে কঠোর পরিশ্রম করতে হত। ১২ বছর বয়সে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পিতৃব্যের সাথে হরবে ফোজ্জার (অন্যায় সমরে) যোগ দেন। এই যুদ্ধে আরবদের মধ্যে যে নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা লুকিয়েছিল তা যেন মূর্তি ধরে তাঁর চোখের উপর ভেসে উঠেছিল। আত্মঘাতী যুদ্ধে অনেক লোকের মৃত্যু দেখে তিনি আর স্থির থাকতে পারেননি।

তাই তিনি স্বীয় কনিষ্ঠ পিতৃব্য যুবাইর ও অন্য কয়েকজন উৎসাহী যুবককে নিয়ে হিলফ-উল-ফুজুল নামক এক সংগঠন করেছিলেন এবং আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করেছিলেন যে,

(১) আমরা অসহায় দুর্গতদের সেবা করব।
(২) অত্যাচারীকে প্রাণপনে বাধা দেব।
(৩) অত্যাচারীতকে সাহায্য করব।
(৪) দেশের শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করব।
(৫) বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করব।

তরুণদের কি শাশ্বত আদর্শই না আমরা এখানে পাই। এখান থেকেই মুহাম্মাদ (ছাঃ) -এর জীবনে বিপ্লবের সুর বেজে উঠেছিল। দিনে দিনে অনেক পরিবর্তন এসেছিল তার জীবনে। একের পর এক কোরাইশদের চাল চলন আচার ব্যবহার দেখে তিনি বেশ চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন।

অজ্ঞতা, নীতিহীনতা, পাপাচার, দূর্নীতি ও শিরকের ভয়াবহ বেষ্টন থেকে তাঁর অন্তর চাচ্ছিল মুক্তি। অবশেষে তিনি জনতা থেকে দূরে এক পর্বতের গুহায় দিনের পর দিন কাটিয়েছেন।

www.ahlehadeethbd.org

সেখানে তিনি ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে সন্ধান করেন এক শক্তির উৎস যা দিয়ে তিনি দুনিয়াতে কায়েম করবেন মানবতার সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ কাঠামো। এ ধ্যানের মাঝে এলো তার জীবনে এক বিপুল পরিবর্তন। তিনি এতকাল সন্ধান করছিলেন যে আলোক, তার অন্তরে অকস্যাৎ আবির্ভূত হল তার দীপ্ত রশ্মি। তাঁর অন্তরে এলো এমন এক শক্তি যার প্রকাশ তিনি আর কোন দিন অনুভব করেননি। পর্বত গুহা থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন আপন কওমের কাছে এবং নতুন আলোকের দিকে সকলকে আহ্বান করলেন। এখান থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁর জীবনের পূর্ণ বিপ্লবের ধারা। অনেক অত্যাচার নির্যাতন এমনকি সামাজিক বয়কটও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছিল অনেক অগ্নি পরীক্ষা তবুও তিনি আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াননি। কোরাইশদের অত্যাচার নির্যাতন যখন তাঁর জীবন মৃত্যুর হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছিল তখন তিনি আল্লাহর আদেশে ৬২২ খৃঃ প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। মদিনায় হিজরতের পরই মহানবীর বিপ্লবী জীবন পূর্ণতায় পৌঁছেছিল। রাষ্ট্র নায়ক হিসাবে তিনি মদিনায় এক ক্ষুদ্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। হিজরতের দিনে যারা মরণপন চেষ্টাতেও ধরতে পারেননি হযরতকে অপরদিকে রাষ্ট্র গঠনের দিব্যজ্ঞান দেখে তাদের অন্তরে দারুণ ক্ষোভ ও প্রতিহিংসার আগুন শতগুনে বর্ধিত হয়েছিল। হযরত এবার নবমূর্তিতে দেখা দিলেন। এতদিন তিনি অত্যাচার সহ্য করেছেন। কিন্তু এবার তিনি দেখলেন নিষ্ক্রীয় প্রতিরোধ বা হিযরত দ্বারা জয়লাভ সম্ভব হয় না। বেঁচে থাকতে হলে অত্যাচারী জালেমকে সক্রিয়বাবে বাঁধা দিতে হয় এবং তাতে জয়লাভ না করা পর্যন্ত সংগ্রাম চালাতে হয়।

অস্ত্রাঘাত, নরহত্যা, এই সব রাসূলের পক্ষে কি শোভা পায়? তিনি চান প্রেম, শান্তি ও মিলন। কিন্তু যুদ্ধের সাথে তার সামঞ্জস্য কোথায়(?) জিজ্ঞাসা জাগে রাসুলের মনে। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে জানিয়ে দিলেন।

" যুদ্ধ তোমার জন্য জায়েজ করা হল যদিও তুমি ইহা কঠোর মনে করছো। তোমার জন্য যা মঙ্গল তুমি হয়ত তা পসন্দ কর না। আবার যা তোমার জন্য অমঙ্গল হয়ত তুমি তাই ভালবাসছো। আল্লাহ সব জানেন তুমি জানো না।"

মহানবী এইবার ইসলামের মর্মবানী খুঁজে পেলেন। তিনি বুঝলেন যে, আল্লাহর জন্য যে যুদ্ধ সে যুদ্ধ পবিত্র। অসত্য, অন্যায় ও অত্যাচারকে জয় করে সত্য প্রীতি, প্রেম ও শান্তি প্রতিষ্ঠাই হ'ল জিহাদের মুল লক্ষ্য।

ঠিক এই পরিস্থিতিতেই রাসূল শান্তির জন্য বদর, ওহুদ, খন্দক, খায়বর যুদ্ধগুলো পরিচালনা করেছিলেন এবং পরপরই তিনি বিনা রক্তপাতে প্রিয় জন্মভূমি মক্কা বিজয় করেছিলেন। সেদিন তিনি সকল অভিযোগ, অত্যাচার ভুলে সকলকে ক্ষমা করেছিলেন। সে দিন তিনি প্রমাণ করেছিলেন ইসলাম ধ্বংস হতে পৃথিবীতে আসেনি বরং "আল্লাহ তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি এটাকে অন্যান্য মতাদর্শের উপর বিজয়ী

www.ahlehadeethbd.org

আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও তা মুশরিকদের নিকট পসন্দনীয় নয়।" (সূরা ছফ- ৯ আয়াত)

মক্কা বিজয়ের পরও মহানবী ক্ষান্ত হননি। বিশ্বমানবের সঠিক পথ দেখাতে পৃথিবীতে যার আগমন তিনি কি নিজের জন্মভূমি মুক্ত করেই নীরব থাকতে পারেন? না, তা কোন দিনই সম্ভব নয়। এ জন্যই তিনি হুনায়েন ও তাবুকের মত বড় বড় যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। আর নয়, এইবার যে কাজে তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন বিশ্বমানবতার মুক্তির সে কাজ তার শেষ সে কাজ আজ পূর্ণতা লাভ করেছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি ছাড় পত্র পেলেন।

" আজ আমি তোমার দ্বীনকে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমার উপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম। ইসলামকে তোমার ধর্ম বলে মনোনীত করলাম।" (সূরা মায়েদা ৩ আয়াত)

ইসলামে পূর্ণতা লাভই ছিল তার জন্য বড় বিজয়।

এ কোন এক দেশের বিজয় নয়। এটা এক আদর্শের বিজয়। এ বিজয় মিথ্যার উপর সত্যের বিজয়, অন্ধকারের উপর আলোকের বিজয়। নির্যাতিত ও নিপীড়িত ধরনী যুগ যুগ ধরে এই মুক্তির স্বপ্ন দেখছিল তারা তো এই বিজয়ী আদর্শ মহাপুরুষের প্রতিক্ষাই এতদিন করছিল।

www.ahlehadeethbd.org

কবিতা

সর্বনাশা

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সিরাজগঞ্জ জেলা

যৌবনে ভীতু যারা কর্মে না আসে
ক্ষুরধার রসনা পুরাতন যষে (খ্যাতি)
হে নবীন! তোমরা দাঁড়াবে কি তাদেরই পাশে?
যেথা উন্নতি যেথা প্রগতি,
যেথা নিখুঁত সত্যের প্রচারনা
সেথা যেতে অন্তরায় যারা
বল, নয় কি তারা হীন মনা?
যৌবনে যারা রাজটিকা দেয় না
পদে দেয় শুধু বেঁড়ী
তাদের সাথেই তোমরা শুধু
করবে কি জড়াজড়ি?
যারা হীন মনা নেই যাদের পদচারণা
আশ্রয়ে বসে যারা শান্তি পায়
তোমরা কি তাদেরই সাথী থাকতে নিরালায়?
ঐ দেখ উচ্চ হিমালয় চুঁড়ে
যৌবন কিভাবে পদাঘাত করে।
দেখ না ইতিহাসে ইখতিয়ার
পলাতক লক্ষণ খোঁজ নাহি যার
পরাজিত দাহিরের নেই নিশানা
সিন্দু বিজয়ী বীর তরুণ সেনা
আত্তাবলের ঐ কামাল পাশা
স্বাধীন হবার যার বুকভরা আশা
এদের থামায় যারা
তারাই সর্বনাশা।

কে করে যুব সংঘ

মুহাম্মদ ইমরান
জগতপুর শাখা, কুমিল্লা

যুব সংঘ নাকি করেনা কেউ
কে বলেছে ভাই?
এই শোন না কয়েক জনের
খবর বলে যাই।
কেউ করে তা মনে প্রাণে,
কেউ করে তা গোপনে।
সারা দেশের জ্ঞানীরা করে
করে গুনীরাও
বড়দের করতে দেখে
করে ছোটরাও।
আহলুল হাদীছ করে সবার আগে,
মাযহাবীদের মনেও সাড়া জাগে।
জ্ঞানী গুণী বিদ্বান যত
সবাই করতে চায়,
বুদ্ধিমানদের করতে দেখে
নির্বোধ চমকে যায়।
এত করতে দেখেও যারা
আড় চোখে চায়,
সত্য কখন মানবে কি না
বুঝা ভীষণ দায়।

www.ahlehadeethbd.org

আর কত কাল রইবি ঘুমে

মোল্লা মাজেদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

আর কত কাল রইবি ঘুমে ভাংলো না তোর নিদ
নতুন সাজে উঠরে সেজে মর্দ্দে মুজাহিদ।
দেখ চেয়ে আজ ভুবন ঘুরে
লক্ষ জনের রক্ত ঝরে
থাকিসনে আর বদ্ধ ঘরে
শোন রে এই তাগিদ;
নতুন সাজে উঠরে সেজে মর্দ্দে মুজাহিদ।
লক্ষ কোটি হায়েনায় ঘেরা মুসলিম জাহান
উদ্ধারিতে কে আছ এর হওগো আগুয়ান।
আন ফিরে তোর মনের চেতন
উর্দ্ধে উঠুক বিজয় কেতন
আল্লাহ্‌র রাহে বিলিয়ে জীবন
রক্ষিতে তৌহিদ;
নতুন সাজে ওঠরে সেজে মর্দ্দে মুজাহিদ।

সমাজ সংস্কার

জিনাত আলী
উপরবিল্লী, রাজশাহী।

দেশকে বাঁচাও নিজে বাঁচ
বাঁচাও পরিবার,
বাঁচতে হলে করতে হবে
সমাজ সংস্কার,
বাঁচাও পরিবার,
মানুষের কল্পিত;
ঘুনে ধরা সমাজ,
দিনে দিনে অশান্তিতে
ভরে গেছে আজ
মডার্ন যুগের ঘুরন্পাকে
সব হলরে একাকার।
ঐ
কত যুবক দিলরে প্রাণ
মায়ের কোল খালি,
বিশ্বনবী সবার নেতা
মিছিলেতে বলি
সমাধান পাইনি তবু
বেঁচে থাকার অধিকার।
ঐ
আকীদার পরিবর্তন
জিহাদের ময়দানে
ভুলিওনা এ কথাটি
রেখ সবাই মনে
তবে সমাজ চেতন হবে
কুরআন মোদের হাতিয়ার
বাঁচাও পরিবার।

www.ahlehadeethbd.org

এই সমাজ

মোঃ শরীফ
কুমিল্লা জেলা, বুড়িচং শাখা।

এই সমাজে কত ভীরুর মেলা
জুড়েছে কত তামাশার খেলা
মু'মিনের কথা শুনে না,
সত্যের পথে চলে না।
হক কথা বলেনা,
তোমাদের এই সমাজ।।
বাতিলের পথ রুদ্ধ করেনা
শিক্ষার মান বুঝেনা।
জ্ঞানী ও গূণীর কদর করেনা
মু'মিন কে তাও জানেনা।
সত্য কোথায় তাও খুঁজে দেখে না;
অহির বিধানের অনুসরণ করেনা।
দেশ ও দশের কথা ভাবে না,
মানুষের প্রতি মানুষের হক কি বুঝেনা।
তোমাদের এই সমাজ।।
মিথ্যে অহমিকা হুঙ্কার
মজলুমের কেড়ে নেয় অধিকার
তোমাদের এই সমাজ,
এই সমাজ-।।
মিছে মরীচিকা বালির
চকচকে রং দেখেই
তারা পেছনে ঘুরে
অবহেলে-
সত্যকে ছেড়ে মিথ্যের পেছনে ঘুরে,
মুক্তির পথ হতে ছিটকে যায় অনেক দুরে।
এই তোমাদের সমাজ।
অবশেষে সব হারিয়ে ব্যর্থ মনোরথে-
শুণ্য হাতে, ঘরে ফিরে ঘরে ফিরে-
তোমাদের এই সমাজ,এই সমাজ,এই সমাজ।

মশক বাহিনী

আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (৯)
জন্ম: ১০.৬.৯৪ ইং

সেদিন রাতে রেডিওতে
শুনতে পেলুম ভাই,
মশা নাকি বাংলাদেশে
হামলা দিতে চায়।
হুমকি শুনে মানুষেরা
হাসে হো হো করে,
এতটুকু পুচকি মশা
লড়বে কেমন করে?
এই না শুনে মশার রাজা
অমনি গেল রেগে,
ধমকে বলে, সব ব্যাটাদের
রক্ত নিব চুষে।
হুমকি শুনে থমকে দাড়ায়
সব মানুষের দল,
এক সঙ্গে বলে সবাই
মশারির ভিতর চল।।

Contents

আহলেহাদীছ আন্দোলন-চির অম্লান

আহমদ শরীফ, কুমিল্লা জেলা।

আল্লাহর অহি অভ্রান্ত সত্যের শ্বাশত বাণী
কুরআন ও হাদীছ দীপ্ত অনির্বাণ।
নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে
আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন-চির অম্লান।
শির্ক-বিদ'আত, ইংরেজ শাসন দমনে,
পূর্ববাংলায় হাজী শরীয়তুল্লাহ,
পশ্চিম বঙ্গে বিপ্লবী তিতুমীর-
বাঁশের কেল্লায় কল্লেন, শাহাদত সুধা পান,
নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে
আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন- চির অম্লান।
অকৃত্রিম ইসলাম ভারতে প্রতিষ্ঠায়-
সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী, শাহ্ ইসমাঈল।
বৃটিশ বেনিয়ার দহন ছোবলে-
রক্ত রাঙা বালাকোট তার জ্বলন্ত প্রমাণ,
নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে
আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন-চির অম্লান।
জুলুম-অবিচার; অনাচারে বাধাদান
আল্লাহ্‌র ফরমান,
তাই শির্ক বিদ'আতের মুলোৎপাটনে
আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের সাঁড়াশী অভিযান,
নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে
আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন -চির অম্লান।।
খেলাফায়ে রাশেদার আদর্শ প্রতিফলনে
শান্তির সোনালী যুগের উন্মোচন,
ঈমান ও আমলের শর্ত পূরণে
কুরআন ও হাদীছের নিঃশর্ত বাস্তবায়ন।
নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে
আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন-চির অম্লান।
তাই বিংশ শতাব্দীর প্রগতির এ যুগ
সন্ধিক্ষণে-
জাহেলী জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই সংশোধন;
মানবীয় চিন্তা দর্শন, আর জাহেলিয়াতের বিদূরণ
আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন। ঐ
ইহ ও পরকালীন শান্তি ও মুক্তির সন্ধানে
কুরআন ও হাদীছ দিকদর্শন।
সত্য ও ন্যায়ের সরল পথ প্রদর্শনে-
আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন তার জ্বলন্ত উদাহরণ।
নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে
আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন-চির অম্লান।
বিচ্ছিন্ন হৃদয়ে বা পূর্ণমিলনে
মুসলিম ভ্রাতৃত্বের সম্মিলন,
কালেমা তাইয়্যেবার মহামন্ত্রে
মুসলিম সংহতি দৃঢ় করণ।
আহলেহাদীছ আন্দোলন।।
লোভ-লালসায়, ঘাত-প্রতিঘাতে সংঘাতে
আল্লাহর সন্তুষ্টির তরে ধৈর্যধারণ
সত্য ও ন্যায়ের পথে দৃঢ়তা অবলম্বন,
অহির বিধানের অনুসরণ।
আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন।
নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে
আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলন-চির অম্লান।

www.ahlehadeethbd.org

আহ্লেহাদীছ অভিযান

আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
ভায়ালক্ষীপুর, রাজশাহী।

আহ্লেহাদীছ ফিরকা নহে
মাযহাব নহে- নহে কোন নুতন দল
আহ্লে হাদীছ তাওহীদ বাদী,
আন্দোলন যে নির্ভেজাল।
তাক্লিদের ও ধার ধারেনা
নহে কারো মুকাল্লিদ,
হাদীছ মানে বিনা দ্বিধায়
নেইকো ফিকির নেইকো যিদ্।
আহ্লেহাদীছ রাসূলের দল
দল যে নবীর ছাহাবীর,
কুরআন হাদীছ বক্ষে ধরে
শক্ত হয়ে রহে স্থির।
আহ্লেহাদীছ অনেকদলকে
ভেঙ্গে গড়ে একটি দল,
ঐক্য তানে বাঁধে কষে
বৃদ্ধি করে শক্তি বল।
পূর্ণ দ্বীনে বিশ্বাসী যে,
আহ্লেহাদীছ তারই নাম,
শিরক ও বিদ'আত দুনিয়া হতে
মিটিয়ে ফেলা এদের কাম।
ইজমা কিয়াস ফিকার কথার
এরা কভু ধারণা ধারে,
আহ্লে রায়ের রায় মানে না
নবীর কথা তুচ্ছ করে।
সোজা পথে দল বেঁধে যায়
আহ্লেহাদীছ সেই কাফেলা,
অনেক পথের পথিক নহে
আযাযীলের মুরিদ চেলা।
আহ্লেহাদীছ ডাক দিয়ে কয়
আয়রে তোরা এক কাতারে,
আল্লাহর রশি হাতে দাঁতে
ধরি এবার শক্ত করে।।

মুহাম্মদ ইসলাম উদ্দিন
সিলেট।

চল চল চল মুজাহিদ,
সামনে চল।
জঞ্জাল পশ্চাতে রেখে,
সামনে কদম ফেল।
হাতে লও শাণিত তরবারী,
বুকে আল-কুরআন।
বজ্রাঘাতে মচকে দাও,
যত বাতিলের গর্দান।
জাহেলিয়াতের কুয়াশায় আবার,
ঢেকে যাচ্ছে এ ধরণী তল।
জরা জীর্ণতা ছেড়ে জাগ ফের,
বুকে লয়ে ঈমানী বল।
হুংকার করে ঘোষিয়ে দাও,
ওগো মুসলিম।
তোমারই জাগরণে, কাঁপিবে বিশ্ব,
জানাবে তোমায় হাজারো তাসলিম।

www.ahlehadeethbd.org

ইসলামী আন্দোলন?

মোহাম্মাদ আবদুল বারী
জগতপুর শাখা, কুমিল্লা।

নাম তার ইসলামী আন্দোলন
উদ্দেশ্য তার গদি দখল।
বাতিলের সাথে মিতালী করে
ক্ষমতার মসনদে যেতে চায় কেবল।
ক্ষমতার মোহে উম্মত্ত হয়ে
জাহেলিয়াতের সাথে আপোষে চলে।
কর্তৃত্ব বিস্তার করতে চায় তারা
জনগণকে ধোকায় ফেলে।
অংশীবাদের শেরকী তন্ত্র
গণতন্ত্রের লেবাস পরে।
আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকে পেছনে ফেলে
তারা ইসলামী আন্দোলন করে।
আল্লাহর অহি অভ্রান্ত সত্য
কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পিছনে ফেলে।
মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত
রায় কিয়াস তারা মেনে চলে।

জেগে উঠ

মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ (শাহীন)
জগতপুর শাখা, কুমিল্লা।

জেগে ওঠ তরুণ, জেগে ওঠ কিশোর,
জাহেলিয়াতের ঘোর অন্ধকার হতে।
দেখ মিল্লাত, করছে তাকলীদ,
বিজাতীয় সংস্কৃতিতে।
উঠাও নিশান, বাজাও বিষাণ,
মুখে পড়, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
চল এগিয়ে, চল নবীজীর পথে
ধ্বংস করে গাইরুল্লাহ।
পীরের দরগায় যেয়ে মানুষ
নত করে উন্নত শীর।
মানব শুধু করছে পূজা
নেতা আর নেত্রীর।
শিরক-বিদ'আত উৎখাতে
জেগে উঠ হে মহাবীর।
সকল বিধান বাতিল করে,
অহির বিধান কায়েম কর।
মুখে নিয়ে নারায়ে তাকবীর।

জিহাদী ডাক

মোহাম্মাদ আবদুল অদুদ,
বুড়িচং শাখা, কুমিল্লা।

শোনরে তরুণ মন দিয়ে
আল-জিহাদের ডাক।
মুক্তির তরে ডাকছি মোরা
দুনিয়ার কাজ রাখ্।
বাতিল শক্তি এক হয়েছে
দল বেঁধেছে আজ।
দলীয় নীতির ভ্রান্তি মেনেই
করছে তারা কাজ।
অহির বিধান চায় না তারা
আসন জয়ে মত্ত।
দলীয় নীতির স্বার্থে তারা
মিথ্যাকে কয় সত্য।
আল্লাহর তরে শহীদ হয়ে
মুক্তি পেতে ভাই।
জান-মাল ব্যয়ে, চল্ এগিয়ে
চল্ জিহাদে যাই।

www.ahlehadeethbd.org

আদর্শ কর্মী গঠনে 'যুবসংঘ'

মোহাম্মাদ আবু তাহের
বুড়িচং, কুমিল্লা।

আহলেহাদীছ যুবসংঘ
আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে।
লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মূলনীতিকে
বেঁধেছে তারা বক্ষে।
চার দফা কর্মসূচীর মাঝে,
মহানবীর প্রচারের বাণী, প্রথম দফায়ই আছে।
আরও দেখলাম আমি, দ্বিতীয় দফার মাঝে,
সংগঠিত করেন তারা, কুরআন হাদীছের কাজে।
আরও দেখলাম আমি, কর্মসূচীর তৃতীয় দফাতে,
প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা আছে যে উহাতে।
আরও দেখলাম আমি, কর্মসূচীর চতুর্থ দফাতে,
অহির আলোকে সমাজ সংস্কার, স্বর্ণাক্ষরে লিখা তাতে।
গঠনমূলক ইউনিট পদ্ধতি,
দেখতে পেয়ে আমি।
গ্রহণ করি যুবসংঘ,
হতে আদর্শ কর্মী।

নির্ভেজাল তাওহীদের ঝান্ডাবাহী একক যুবসংগঠন
"বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ"

www.ahlehadeethbd.org

ছহীহ্ নামাজের বর্ণনা

মাকছুদ আলী মোহাম্মদী
সাতক্ষীরা।

শোন-শোন বিশ্ববাসী, ছহীহ্ নামাজের বর্ণনা-,
ছহীহ হাদীছ করবে কায়েম, ভ্রান্ত নীতি মান্‌বে না।
আল্-কুরআনে বিরাশিবার, বলেছেন রব্বানা-,
রাসুলের নামাজ কায়েম কর, হে মোমেন-মোমেনা।
রাসুল বলেন, শোন মুছল্লি;
"ছাল্লু কামা রা আয়তুমুনি উছাল্লি"।
হে মুসলমান-হও সাবধান, নইলে ব্যর্থ হবে সাধনা।। ঐ
পায়ের গীটে পা মিলাবে, কাঁধে কাঁধ ভূল্‌বে না।
তাহ্‌রিমাতে কাঁধ বরাবর, উঠাও হাত দুখানা।
রসুলের নামাজ সবাই সাধো;
গজে গজে হাত বুকে বাঁধো-।
ছহীহ্ হাদীছ খুলে দেখ, পাবে সঠিক ঠিকানা--।। ঐ
তীরের মত লাইন সোজা, আর 'বাঈদ্ বাইনি' ছানা--,
ইমাম-মুক্তাদী সুরা ফাতেহায়, নামাজ কর সূচনা--।
শুরু হ'তে সর্বশেষ;
মেনে চল নবীর আদেশ--।
রুকু করার 'আগে-পরে, রাফে'উল য়্যাদাইন ভুল্‌বে না--। ঐ
প্রথম রাকা'আত শেষ করে যেই, দ্বিতীয় রাকা'আতের বাসনা--,
একটুখানি বস্‌তে হবে, নইলে নামাজ হবে না--।
শেষ বৈঠক বাম নিতম্ব পর';
সঠিক বৈঠক হবে তার--।
জিব্‌রাঈ'ল আমিন শিক্ষা দিলেন, নবী মোস্তফার বর্ননা--।। ঐ

www.ahlehadeethbd.org

হারানো শশী

মোঃ আব্দুল আজিজ
নাংলু, বগুড়া।

ভাঙ্গ আজি ভ্রম, হও আগুয়ান
সত্য সন্ধানী ওহে নও জোয়ান,
সত্য রে আজি করিতে বিলীন
শমশের হাতে শত সহস্র প্রাণ।
তিমীরে ঢাকা রজনীতে
সঠিক পথের সন্ধান নিতে
খুজিয়া বেড়ায় জগতবাসী,
আকাশের ঐ পূর্ণ শশী।
পূর্ণ শশী কভু হয়না বিলীন
হয়ত মেঘে পড়েছে ঢাকা,
সুযোগ নিয়ে তাই
কাফির মুশরিক
দিতেছে মোদেরে ধোকা।
ধোকায় পড়ে থাকবো না আর
মোরা তো এখন বুঝি,
বাহির করবো হারানো শশী
মেঘের আড়াল খুজি।
পূর্ণ চন্দ্র কভু হয়না বিলীন
গর্ব তাদের এতটুকু
মেঘের আড়াল নির্মুল কালে
সময় লাগে যতটুকু
সেইমত সত্য দ্বীনের চন্দ্র-নবীজিরে গোপন করে,
দুরাচার শয়তান নবীজির নামে- মিথ্যা প্রচার করে।
তাই বলি ভাই মুসলিমদেরে সত্য দ্বীন শিক্ষাতে,
শয়তান যেন নাহি পারে কভু মোদের সহিত মিশিতে।
এক হও আজি তৌহীদি জনতা
দলাদলি নাহি করি
এক সাথে মিলি দলাদলি ছাড়ি
মোরা মুসলিম সাজি,
ব্যাকুল ধারায় সারা দুনিয়ায়
একথা উঠিবে বাজী।
একই প্রভুর সৃষ্টি মোরা
একই নবীর উম্মাত,
ঘোষনা করিলে একত্ব তাহাতে
পাইবে জান্নাত।
ধর্মে করা ফেরকা বন্দী
মরদুদ শয়তানের কাজ,
মুসলিম হয়ে, করিতে তাহা
হয় নাকি তব লাজ।
সত্য দ্বীনের দুশমন যারা
তারাই সবে মিলে,
দ্বন্দ্ব ছাড়াই এই ধরণীতে
মিশে আছে দিলে দিলে।
সত্য দ্বীনের ধারক বাহক
হয়ে মুসলমান,
আনিয়াছি একি মোদের
চরম অপমান!

www.ahlehadeethbd.org

সু-সংবাদ সু-সংবাদ

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
HADEES FOUNDATION BANGLADESH

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে কুরআন ও হাদীছের সটীকা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ।
- যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াব দান, দৈনন্দিন মাসায়েল ও ব্যবহারবিধির উপরে "ফিকহুল হাদীছ" নামে খন্ডাকারে গ্রন্থ প্রকাশ।
- আকীদা ও আমল বিষয়ক বিভিন্ন যরুরী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশ।
- ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র ও দারুল ইফতা স্থাপন।
- একটি গবেষণাধর্মী পত্রিকার প্রকাশনা।

ঃ প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ঃ

ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ঠিকানাঃ নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

ফোন (অনুরোধ ক্রমে)ঃ ৬৩৭৮

আরবী হ'তে বাংলায় অনুবাদে পরিপক্ক এবং হাদীছপন্থী লেখক ও গবেষকগণকে পরিচালকের ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মুদ্রণেঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী ফোন ৪৬১২

www.ahlehadeethbd.org